রাষ্ট্রকে মূল্য দেবার জন্য-

মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকারদের জন্য জন সম্পদ সংগ্রহের প্রয়াস।

রচনায় ঃ ক্যামেলিয়া দরু
সম্পাদনায় ঃ লিয়াম ম্যাহনী

NEW Tactics
in Human Rights

একটি কৌশল বিষয়ক সহায়িকা পত্র
প্রকাশনায় ঃ দি নিউ ট্যাকটিক্স প্রজেক্ট-
নির্যাতনের শিকারদের জন্য প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্র "দি সেন্টার ফর ভিকটিম্স অব টরচার"

প্রকাশনায় :
দি সেন্টার ফর ভিকটিম্‌স অব টরচার নিউ ট্যাকটিক্‌স ইন হিউম্যান রাইটস প্রজেক্ট
৭১৭, ইষ্ট রিভার রোড
মিনিয়া পোলিশ, এম এন- ৫৫৪১০ ইউ. এস.এ.
www.evT.org.www.NewTactics.org.

নোট বুক সিরিজ প্রকাশনা সম্পাদক
লিয়াম ম্যাহনী।

২০০৩ সেন্ট্রার ফর ভিকটিম্স অব টরচার। এই প্রকাশনা (বিনা মূল্যে) পূর্ণমুদ্রন করা যাবে (ইলেক্ট্রনিক ও মুদ্রণ মাধ্যমে) যতদিন ধরে এর প্রতিটি সংখায় স্বত্বাধিকার উল্লেখ থাকবে।

ট্যাকটিক্যাল নোটবুক সিরিজের অর্থায়ন :

ট্যাকটিক্যাল নোট বুক সিরিজের প্রকাশনা নিম্ন লিখিত প্রতিষ্ঠাতাদের পৃষ্ঠ পোষকতায় সম্পাদিত হয়।
ইউনাইটেড স্টেট্‌স ইনষ্টিউট অব পীল, দিন্যাশনাল ফিলাম থ্রোপিক ট্রাষ্ট। দি অরগানাইজেশন ফর সিকিউরিটি এন্ড কো-অপারেশন ইন ইউরোপ, দি ইনাইটেড স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট্‌স, দি সিগরিড রাউজিং ট্রাস্ট, পূর্ব নাম দি রুবেন এন্ড এলিজাবেথ রাউজিং, ট্রাষ্ট, দি জন ডি এন্ড ক্যাথরিন, টি ম্যাকতার্থার ফাউন্ডেশন এবং একটি প্রতিষ্ঠান ও একজন ব্যক্তি যারা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

এছাড়া অন্যদের সহযোগী রোমানিয়ার আই.সি.এ.আর কে কিং বদিউন ফাউন্ডেশন যেখানে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক প্রশিক্ষন কর্মশালা এবং কর্মশালার অংশ গ্রহণকারীদের সহায়তায় ট্যাকটিক্যাল নোটবুক প্রকাশনার জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান করেন।

অদাবীদার :
এই প্রতিবেদনে প্রকাশিত মতামত হিউ রাইটস প্রজেক্ট এবং সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বা এর প্রতিষ্ঠাতাদের নয়। এই প্রকল্প সুনির্দিষ্ট বা কৌশলের অধিকপরামর্শ দান করে না।

সুচিপত্র :

সূচনা

সমস্যা এবং এর ইতিহাস

আমাদের কৌশল : জনসম্পদ সংগ্রহের জন্য

প্রাথমিক জোট গঠন

সম্পদ সংগ্রহ

যথাযথ স্থান প্রাপ্তি

ক্রমবর্ধমান মকদ্দমার বোঝা, খরচাদি, বজায় রাখা

নির্যাতনের শিকারদের জন্য ক্ষতিপূরণ

আলোচনা এবং পর্যালোচনা

কৌশল প্রয়োগ

উপসংহার

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
১৯৮৯ সালের পূর্বে এবং পরে কঠিন কার্য কালে নিঃশর্ত সহায়তা দানের জন্য আমি আমার পরিবার (বিশেষ করে আমার ভ্রাতা অকটেভ) ঘনিষ্ট বন্ধুবর্গ, সহকর্মী যারা আমাকে হাসপাতাল হতে ফিরিয়ে আনেন যেখানে আমি ইউজেন মাবট্রাকা, মিহাইলা ইনাচেসুক এবং আরও অনেকে) সঙ্গে কাজ করেছি এবং বর্তমান ও অতীত আই,সি,আর ফাউন্ডেশনের পূণর্বাসন কেন্দ্রের কর্মীগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

আমি আরও রাষ্ট্রের কয়েক হাজার প্রাক্তন রাজনৈতিক বন্দী তাদের নেতৃত্ব দানকারী প্রেসিডেন্ট সিনেটর টিটু ভুমিট্রেমকুর্ প্রতি যারা আমার সহকর্মীসহ অন্যরা এখানে এনেছেন।

আমার জীবনের পরম ধৈর্যশীল, অনুগত ও প্রেমোচ্ছল স্বামী আহরিকের প্রতি বিশেষ প্রগাঢ় চিন্তা অবশিষ্ট রইলো।

NEW Tactics
in Human Rights

দি সেন্টার ফর ভিকটিম অব টরচার
মানবাধিকার প্রকল্পে নয়া কৌশল
৭১৭, ইষ্ট রিভার রোড,
মীনাপোলিশ, এম,এন, ৫৫৪১০, ইউ.এস.এ.
www.evT.org.www.NewTactics.org.

প্রিয় সুহৃদ,

মানবাধিকার কৌশল বিষয়ক সহায়িকা পত্রের নতুন কৌশলের ধারাবাহিক কার্যক্রমের পক্ষ হতে স্বাগতম। মানবাধিকারের অগ্রগতি সাধনে সফল উদ্ভাবনের জন্য মানবাধিকার কর্মীর বিবরণ প্রতিটি সহায়িকা পত্রে সন্নিবেশিত। গ্রন্থকারগণ ব্যাপক ও বিচিত্র মানবাধিকার আন্দোলনের অংশীদার। যেখানে শিক্ষাবিদ, গ্রন্থাগারিক, স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মী, আইন প্রয়োগকারী ব্যক্তি, নারী অধিকার কূশলীগন সম্পৃক্ত।

তাদের উদ্ভাবিত কৌশল শুধু স্বদেশে মানবাধিকার কার্যক্রমে অবদান রাখেনি পরন্ত, বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে ভিন্ন ২ ক্ষেত্রে সে কৌশল সমূহ যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবহার উপযোগী করেছেন।

প্রতিটি সহায়িকা পত্রে কেমন করে গ্রন্থকার বা তার সংগঠন কি ভাবে তারা সাফল্য অর্জন করেছেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদত্ত হয়েছে।

আমরা মানবাধিকার কর্মীকে মানবাধিকার বিষয়ক কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তাদের গৃহীত কৌশলকে ব্যাপকতর পরিসরে স্থাপনের লক্ষে অনুপ্রেরনা দান করতে চাই যার ফলে তাদের কৌশলের উৎকর্যতা সাধনে উহা প্রতিফলিত হয়।

এই সহায়িকা পত্রে আই,সি,এ, আর ফাউন্ডেশনের একটা উল্লেখ্যযোগ্য প্রয়াসের বিষয় জানায় সুযোগ পাবো, যে তারা যেমন করে নির্যাতনের শিকার একটা সামাজিক প্রান্তিক গোষ্ঠীর কল্যানে জন সম্পদ আহরন করেছে।

৪) অত্র ফাউন্ডেশন লক্ষ্য করেছে যে, কম্যুনিষ্ট শাসনে অনেক লোক নির্যাতন ভোগ করেছে। পরে তারা অত্যাচারিত জীবিত লোক জনের সেবা শুশ্রূষার জন্য একটা সংগঠন গড়ে তোলেন। আন্তর্জাতিক আর্থিক সহায়তা পাবার পর তারা জানতে পারে রাষ্ট্রীয় ভাবে সেবা প্রদানের দায়িত্ব পালনের জন্য বিধান বলবৎ আছে। এ সহায়িকা সবিস্তারে উল্লেখ্য আছে যে, অতীত অপকর্মের শিকারদের পূণর্বাসনের জন্য রোমানিয়ায় সরকারকে আইকার এর পক্ষ হতে চাপ সৃষ্টি করা সত্বেও সরকারী ভাবে তারা দায়ীত্ব পালনে ইচ্ছুক ছিলনা। ফলতঃ আইকার সরকারকে বাধ্য করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী তার নৈতিক ও আইনগত দায়িত্ব পালনের। আইকারের বর্নিত কাহিনীতে জানা যায় কেমন করে সামাজিক প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ন্যায় বিচার প্রাপ্তির জন্য সরকারকে বাধ্য করা হয়।

সমগ্র কৌশল সম্পর্কিত সহায়িকা ধারাবাহিক বিরতণে অন লাইন ডব্লু ডব্লু ডব্লু নিউ ট্যাকটিক্স অরগ. বাড়তি সময়ের জন্য অতিরিক্ত সহায়িকা পত্র ব্যবহার করা চলবে। অন্যদের ওয়েব সাইটের মাধ্যমে অন্যান্য উপকরনাদি) কৌশলের জন্য অনুসন্ধানযোগ্য ডাটাবেজ, মানবাধিকার কর্মী আলোচনা ফোরাম, আমাদের কর্মশালা এবং সেমিনার বিষয়ক তথ্য নিউ ট্যাকটিক্স ই-নিউজ লেটার এর গ্রাহক হবার জন্য অনুগ্রহ পুর্ব্বক নিউ ট্যাকটিক্স সিভিআই.অরগ. বরাবরে একটা ই-মেল করবেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভিন্নধর্মী সংগঠন এবং কর্মীদের পরিচালনায় দি. নিউ ট্যাকটিক্স মানবাধিকার প্রকল্প একটি আন্তর্জাতিক উদ্যোগ। সি.ভি.টি নির্যাতিত লোকদের কেন্দ্র দ্বারা এ প্রকল্পের কার্যক্রম সমন্বয় করা হয় আমাদের অভিজ্ঞতা জ্ঞান দ্বারা নতুন কৌশলের এবং এর চিকিৎসা ও মানবাধিকার সংরক্ষনের জন্য নাগরিক নেতৃত্বে গঠিত নিরাময় ও পূণর্বাসন ক্ষেত্রে সুন্দর অবস্থা সৃষ্টি করেছে।

আশা করি অত্র সহায়িকা তথ্য সমৃদ্ধ ও চিন্তার উদ্রেক করতে সহায্য করবে।

আপনার বিশ্বস্ত,

Kate Kelsch

কেটে কেলসর্কে
নিউ ট্যাকটিক্স প্রজেক্ট ম্যানজার

ক্যামেলিয়া দরু, এম,ডি.

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্যামেলিয়া দরু বুখারেষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদে একজন গ্রাজুয়েট। তিনি নিবিড় পরিচর্যা ও (এনেস্থিসিয়লজি) বিশেষজ্ঞ হিসেবে লাইসেন্স প্রাপ্ত। ১৯৮৯ হতে ১৯৯১ সুইজারল্যান্ডের সাইওর আঞ্চলিক হাসপাতাল হতে ক্লিনিক্যাল ফেলেশিপ লাভ করেন। ক্যামেলিয়া বুখারেস্টেকে এনেফস্থেশিয়া ও নিরিত পরিচর্যা বিভাগের একজন সাধারণ চিকিৎসকবিদ। তিনি মানবাধিকার সম্পর্কিত চিকিৎসা বিজ্ঞানে নৈতিকতা ও স্বাস্থ্য পেশার এক আর্ন্তজাতিক প্রশিক্ষন সেমিনার অংশ গ্রহণের জন্য তিনি সুইজারল্যান্ডের সাইওতে যান। হাসপাতালে চাকুরীকালে তিনি কম্যুনিষ্ট শাসনামলের প্রবর্তিত স্বাস্থ্য নীতির নির্মম পাশবিক প্রভাবের প্রতিক্রিয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করেন। যেখানে প্রতিটি নারীকে পাঁচটি সন্তান গ্রহণের বাধ্যতা ছিল।

সন্ত্রাস প্রসবে অক্ষম নারীদের জীবন বিনাশী বে-আইনী গর্ভপাতের পথ বেছে নিতে হয়। এই অনৈতিক দুবৃত্তায়ন নীতির ফলে অনেক মহিলা মারাত্মক পরিণতি লাভ করে। ক্যামেলিয়া এ সমস্ত মহিলাদের জীবন রক্ষা এবং দুঃখ নিবারনের জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালান। ১৯৮৯ সালে কম্যুনিষ্ট পার্টির পতনের পর ক্যামেলিয়া পূর্বের শাষক চক্রের দ্বারা নিগৃহীতদের মধ্যে যারা বেঁচে ছিলেন তাদের ক্ষতিপূরন প্রাপ্তিতে সাহায্য করেন এবং পুরানো শাষকদের লোকেরা নবগঠিত সরকারে অনুপ্রবেশ করতে না পারে সে জন্য প্রতিবাদ সমাবেশে অংশ নেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবাদীদের চত্বরে ৬ সপ্তাহের অধিককাল স্থায়ী অনশনকারীদের সহায়তা করেন। তখন তার উপর তার বিরুদ্ধবাদী তৎপরতার জন্য সরকার সমর্থক আধা সামরিক বাহিনীর লোকদের দৃষ্টি পড়ে। তাদের রোষানলে পড়েন লুকিয়ে থেকে অবশেষে দেশ ছাড়েন।

যেখান থেকে ফিরে তিনি কম্যুনিষ্ট বিরোধী আন্দোলনে সম্মুখ সারির নির্যাতন ভোগকারী রাজবন্দীদের মধ্যে যারা জীবিত তাদের সবায় জীবন উৎসর্গের সংকল্প নেন।

১৯৯২ সালে তিনি আইকার এবং মেডিক্যাল ডিরেক্টর নির্বাচিত হন।

আইকার ফাউন্ডেশন ঃ

আইকার ফাউন্ডেশন একটি রোমানীয় এনজিও যা ১৯৯১ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ১৯৯১ সনে আইনগত নিবন্ধন লাভ করে। বুখারেস্টে প্রথম পূণর্বাসন কেন্দ্র দ্বিতীয়টি ১৯৯৫ সনে এবং ১৯৯৮ সনে (ক্রইওভোয়াতে প্রতিষ্ঠিত হয় আইকার ই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা রুমানিয়ায় গণতন্ত্র ও মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে নির্যাতন ভোগ করেন তাদের মধ্যে জীবিতদের উল্লেখযোগ্য সহায়তা প্রদান করে ১৯৪৫-১৯৮৯ সন পর্য্যন্ত কম্যুনিষ্টদের জেলে অন্তরীণ থেকে রাজনৈতিক নিপীড়ন, অমানবিক ভাবে শিকার হন তাদেরও সাহায্য করা হয়।

এই ফাউন্ডেশনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে নির্যাতন ভোগ করেও অদ্যাবধি যারা জীবিত তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা স্বাভাবিক সামাজিক জীবনে যুক্ত হয়ে ভবিষ্যতে অত্যাচার রোধ করায় ক্ষমতার্জন করা। আইকার এর পক্ষ হতে জীবিতদের সম্মান প্রদানের বিষয়টির মধ্যে সুস্থ্য রাজনৈতিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয় এটা সমাজে অত্যাচারী লোকের উপযুক্ত শাস্তি পেলে তখনই সম্ভব হয়।

কার্যক্রমের শুরু থেকে আইকার ফাউন্ডেশন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা তথা মানবাধিকার সম্পর্কিত সমস্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিবাদ সমাবেশে শক্তিশালী কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

তথ্য'র জন্য যোগাযোগ ঃ

নিউটাটিক্স ফাউন্ডেশন +৪০-১-১-৩২৭-৫৪-৭৪
ইউনিরি বি.ড.বি-১ জে-৫. সেষ্ট-ও, ৭৪২০০ বুখারেস্ট,
রুমানিয়া,
টেলিফোন, ফ্যাক্স ঃ +৪০-১-৩২১-২২-২১।

সম্পাদকের মুখবন্ধ

এই কৌশলগত সহায়িকায় আই কার ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা এবং পারিচালক বর্ণনা করেন যে, বিগত সরকার দ্বারা নিগৃহীত ব্যক্তি/ রাজন্দীদের প্রতি আচরন সম্পর্কিত চুক্তির শর্তাবলী প্রতিপালনে তিনি রোমান সরকারকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেন।

বাহ্যত ঃ রাজনৈতিক পরিবর্তনের ক্রান্তিলগ্নে আইকার প্রায় ১২ বছরের বেশী সময় ধরে তৎপরতা চালিয়ে রোমান সরকারকে অনূকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করেন যার মাধ্যমে নির্যাতন ভোগীর চিকিৎসায় সুবন্দোবস্ত হয়। টোরটেট ট্রিটমেন্ট সেন্টার এর জন্য স্থানীয় কতৃপক্ষ জায়গা দেন, পরে ধীরে ২ রাষ্ট্র বিনা মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা বীমা সুবিধা গ্রহণ ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা প্রদান করেন।

একটা দীর্ঘ সাফল্যর অথচ অসমাপ্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সৃজনশীল কর্ম সম্পাদন করে বিশ্বাসযোগ্য নির্ভরতা সম্পন্ন রাজনৈতিক চাহিদা সৃষ্টি করে আইকার সামন্য প্রমানিত হল।

অনেক মানবাধিকার সংগঠন বিশ্বাস করে যে, তারা মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের নিকট হতে যা সরকারের নিকট হতে অর্থ আদায় করা ঠিক নয়। আইকার তার নিরন্তর অধিপরামর্শ ও যোগাযোগের দ্বারা প্রমান করে যে, তারা নির্যাতন ভোগকারীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য জনগণের নিকট হতে তহবিল সংগ্রহ করতে পারে না।

এবং সরকারকে তার সম্পাদিত চুক্তি শর্ত প্রতি পালনে সহায়তা করতে পারে যায় মাধ্যমে আইকারের আপোষহীন মনোভাবের পরিচয়ে মিলে। আইকার তার স্বাধীনসত্তা, মূল্যবোধ ও লক্ষ্য হতে বিচ্যুৎ না হয়ে বরঞ্চ তা শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করিয়েছে।

জীবিত নির্যাতন ভোগীদের সেবা প্রদানের কাজটি বা সরকারের নিকট হতে অর্থ পাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা একটা কঠিন সংগ্রামের চেয়ে কষ্টকর।

নির্যাতন ভোগীদের সহায়তা দানে সরকারী প্রচেষ্টায় শিথিলতা দেখে কম্যুনিষ্ট শাসনোত্তর সময়কালে রাজনৈতিক ক্রান্তিকালের অবসান এখনও সুদুর পরাহত। নির্যাতনকারীগণ ক্ষতিপূরন প্রদান হতে নিস্কৃতি পেয়ে সমাজে মর্যাদায় আসনে সামীল হয়েছেন।

পক্ষান্তরে যে জনগণকে তারা নির্যাতন করেছেন যেখানে এমন এক শক্তিশালী সরকারের মোকাবেলা করছে যারা অতীত ঘটনা বিসৃত হতে বলেন।

মানবাধিকার গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে নাগরিক দায়বদ্ধতার জন্য ঘটনা হতে উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ অবশ্যক ছিল তা না করে পূর্বে রাজনৈতিক কর্মীদের উপযুক্ত সেবা ও চিকিৎসা প্রদানের জন্য জনগনের নিকট হতে অর্থ আহরন করা কৌশলের মধ্যে সমৃদ্ধ দেশ গঠনের জন্য বৃহত্তর পরিসরে প্রযোজ্য কৃৎ কৌশল অবলম্বন করে আইকার অতীত বিস্মৃত হয়ে দায়ীত্ব পালনের জন্য সরকারকে প্রেরনা করে। আইকার দীর্ঘ মেয়াদী কৌশল প্রণয়নের মাধ্যমে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ঔষধ পত্র ক্রয়ের জন্য অর্থের উৎস খোঁজ করে সফলতা অর্জনের উপর সর্বাধিক গুরুত্বরোপ করে।

এটা একটা বড় ধরনের কৌশলের কাহিনী যা অসংখ্য বাধা অতিক্রম করে বহু বিধ কৌশলগত লক্ষ্য নির্দ্ধারণ এবং ক্ষুদ্র ২ কৌশল সমূহ প্রয়োগের অনেক বছরের প্রচেষ্টার ফসল।

এটা অত্যাবশ্যক যে, আমরা শুধু মাত্র মিঃ দরু প্রদত্ত পাঠ গ্রহণ করছি না পরন্ত যা কৌশল গ্রহণের জটীল ও সাধারণ বিষয় সম্ভবত ভাল তা থেকে অনুপ্রেরণা এবং পুণঃ আলোচনার ধারণা লাভ করছি।

লীয়াম ম্যাহনী
সম্পাদক নোট বহি সিরিজ

সূচনা

১৯৯১ সালের অক্টোবর সালে বুদাপেস্টে অনুষ্ঠিত চিকিৎসক, নৈতিকতা এবং নির্যাতন বিষয়ে পূর্ব ইউরোপের প্রথম আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়ামে অংশ গ্রহণের জন্য নির্যাতীত ব্যক্তিদের পূণর্বাসন সম্পর্কিত (আই আর সি টি) সংগঠন আমাকে আমন্ত্রণ জানায়। এই সিম্পোজিয়ামে আমি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনগণের মধ্যে স্বাক্ষাতের সুযোগ পাই। ভিন্নতর অবস্থায় এবং ক্রমশঃ রাজনৈতিক বিরুপ পরিবেশে যারা নির্যাতনের শিকার জনগণের পূণর্বাসনের জন্য ঔষধ পত্র জোগাড় করে।

নির্যাতনের ভয়াবহ বিষয়টি বিবেচনা করে আমি এখানে অভিজ্ঞতা ও আই আর সি টি প্রদত্ত সহায়তা পেয়ে আমি রুমানিয়ায় অরাজনৈতিক ভাবে একটা সংগঠন গড়ে তুলি। আমি জানতাম রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা আসবে তা সত্বেও আমি আর্ন্তজাতিক পেশাগত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও সার্বিক সহায়তা নিশ্চয়তা পাবো।

আইকার ফাউন্ডেশন ১৯৯২ সনের এপ্রিল মাসে নিবন্ধন লাভ করে।

গ্রীক ধর্মীয় উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র আইকারের (আইকারস) এর নাম অনুসারে অন্যদের সংগঠনের নাম করণ করা হয়। দীর্ঘ কারাবাসের পর পালিয়ে যেয়ে তিনি সাহায্যের প্রত্যাশা করেন এবং লক্ষ্য করেন যে তার ডানা সূযা লোকের তেজ শক্তি পাচ্ছে না। আমাদের ব্যবহৃত লোগো (Logo)তে এই তার ডানার প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে।

আমরা রুমানিয়ার জীবিত হাজার হাজার নির্যাতন ভোগকারীদের সেবা প্রদানের জন্য অর্থের উৎসের সন্ধানে ব্যাপৃত হই।

দীর্ঘ এক যুগের ক্রমাগত কর্ম প্রচেষ্টার ফলে আমরা আমাদের আন্তর্জাতিক বন্ধুদের সন্ধান পাই যার ফলে নির্যাতনভোগী জীবিতদের চিকিৎসা, সেবা প্রদান সম্ভব হয়। যা হোক, এটা আর্ন্তজাতিক সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করে চলেনা। আমি বিশ্বাস করি কাজটি রাষ্ট্ররই নৈতিক এবং রাজনৈতিক দায়ীত্ব।

আমি এই সহায়িকা পত্রে বর্ণনা করতে চাই, কেমন করে আমরা দীর্ঘ মেয়াদী কর্ম কৌশল অবলম্বন করে রুমানীয়দের চাপ প্রয়োগ ও প্ররোচিত করে কেন্দ্রীয় সরকারকে এ দায়ীত্ব সম্পাদানে সম্মত করানো হয়।

১৯৯৩ সালে আমরা প্রথমে ৩ জন চিকিৎসক, দুজন সহযোগী কর্মী এবং মাত্র ২০,০০০ ইউ,এস, ডলারের বাজেট নিয়ে কেন্দ্রের কাজ শুরু করি।

আমরা ৮৫ জন রোগী পাই তাদের সমস্ত ব্যয়ভার আমাদের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বন্ধুরা বহন করে। সফলতার সঙ্গে ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সালে স্থানীয় জনগণের নিকট হতে সম্পদ আহরণ শুরু করি এবং দেখলাম স্থানীয় সরকারের কর্মচারীগণ এর আমাদের কাজের জন্য অফিসের জায়গার ব্যবস্থা করে দেন।

তখন স্থানীয় সরকার হতে আমাদের বার্ষিক প্রাপ্ত টাকার পরিমান ১,০০০,০০০ এউ এস ডলার। অতি সম্প্রতি ২০০২ সনে আমরা বিনা মূল্যে ঔষধের ব্যবস্থাপত্র দেয়ার জন্য জনগণ প্রদত্ত বার্ষিক অর্থের পরিমান ১৫০,০০০ ইউ.এস ডলার লাভ করি। আইকার ফাউন্ডেশন ৫০ জন কর্মীসহ ৩টি কেন্দ্র স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে আমরা দুহাজার ব্যক্তিকে সেবা প্রদান করেছি এবং বার্ষিক আর্ন্তজাতিক উৎস হতে ৩,০০০,০০০ ইউ,এস ডলার প্রাপ্ত হই।

সমস্যা এবং এর ইতিহাস

১৯৪৭-১৯৮৯ রুমানিয়ার কম্যুনিষ্ট শাসনকাল ছিল ভীতিময়, অত্যাচার নির্যাতন পূর্ণ। তারা বলেন, কম্যুনিষ্ট পার্টি মূলত: আমার মত চোর, ভব ঘুরে বখাটে ও নিষিদ্ধ ঘোষিত লোকের সমন্বয়ে গঠিত।

এই গনধিকৃত শাসক গোষ্ঠী টিকে ছিল এদের নিপীড়ন ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের উপর এবং পরিকল্পিত ভাবে মানব গোষ্ঠীর মনে গভীর ভীতি ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি করে।

মানুষ তার নিজ সন্তান. আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধব একে অপরকে অবিশ্বাস ও সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে। ১৯৮৯ সনের পূর্ব পর্যন্ত রাজনৈতিক বন্দী, বিরুদ্ধবাদী লোক বা ভিন্নমত পোষণকারীদের সঙ্গে বাক্যালাপ নিষিদ্ধ ছিল।

অধিকাংশ রুমানীয়দের মতামতকে উপলক্ষে করে যখন ১৯৪৭ সালে মনে হতে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত কম্যুনিষ্ট পার্টি যখন ক্ষমতায় আসীন হয় তখন রাজনৈতিক নিপীড়ন চরম পর্যায়ে গেছে। ১৯৬৪ সালের পরে অনেক রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয় তখন রাজনৈতিক নিপীড়ন কম পরিলক্ষিত হয়। এটা খুব প্রভা ব ফেলেনা ভিন্নমত পোষনকারীদের সাধারণ অপরাধী হিসেবে গন্য করা হয়। সোভিয়েট রাশিয়ায় নিকিতা ক্রুশ্চেভ এবং পরবর্তীতে মিকাইল গভাচেবা ক্রমান্বয়ে যখন সংস্কার কর্মসূচীতে হতে দুরে সরে

আসেন তখন রুমানিয়ার অভিজাত কম্যুনিষ্টগণ তখন মস্কোর বিরুদ্ধে সার্বভৌমত্ব কার্ড প্রদর্শন করেন। তখন পশ্চিমা জগৎ হতে অযৌক্তিক প্রশংসা এলো, এর দ্বারা সুটতর হল তারা চীনা ও উত্তর কোরীয় সর্বাত্মকবাদ যার দ্বারা ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার অপব্যবহার রাষ্ট্রীয় এবং নেতৃত্বের বিকাশ স্মুর্ত হয়ে উঠে।

লৌহ যবনিকার অন্তরালে থাকা বিভিন্ন দেশের নাটকীয় ভাবে রাজনৈতিক পরিবর্তনের ঘটনা বার্লিন প্রাচীর ধ্বসের অব্যবহিত পরে শুরু হয় যার ফলশ্রুতিতে রুমানিয়ার ক্ষমতার পরিবর্তন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠে।

ইহা ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বরের গণঅভ্যুত্থান পরে বুখারেষ্টে সংঘটিত হয় যার ফলশ্রুতিতে চসেস্কুর পতন অত্যাসন্ন হয়। স্বৈরাচারের বিদায়ের পর ক্ষমতা কাঠামো অপরিবর্তিত থাকে। ১৯৮৯ সালের বিপ্লবের পরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠত হয়ে সরকার দ্বিতীয় পর্যায়ের কম্যুনিষ্টদের জোড় করে যাদের পূর্বের শাসকদের সঙ্গে ঘনিষ্টতা ছিল, তাদের পূর্বতম শাসকদের সম্বন্ধে সংশয় দূরকরে অতীত দ্বারা সংঘটিত অত্যাচারের দায়ীত্ব সবার উপর বর্তানো। ব্যাপক ক্ষতিপুরনের ধারণা জনমনে বদ্ধমূল করা হয়। তারা অতীত ভূলে শান্তির প্রতিষ্ঠা চায় কিন্তু তা তাদের এযাবৎ প্রাপ্ত অক্ষুন্ন রেখেই।

১৯৮৯ সালের পরে প্রকাশ্য রাজনৈতিক নির্যাতন যা প্রাক্তন রাজনৈতিক পুলিশ দ্বারা (সেকুরিয়েটেট) সংস্কীত হয় তবে অবসান ঘটে। কিন্তু কম্যুনিষ্ট শাষনামালে সুপরিকল্পিত ভাবে মানবাধিকার লজ্ঞনের দায়ে কার্ডিকে শাস্তি প্রদান করা হয় নাই।

কিছু সময়ের জন্য অত্যাচারী গনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের ভয়ে পেছনের দিকে থাকে কিন্তু তাদেরএ ভীতি স্থায়ী হয় না- বরং তারা তখনও পাবলিক সেক্টরে এবং নতুন ব্যক্তি খাতে পরিচালিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বড় বড় পদ দখল করে ছিল।

অনেকে পার্লামেন্টের সদস্য হিসাবে দায়মুক্তি ভোগ করে। এমনিভাবে সুপরিকল্পিত ভাবে মানবাধিকার লজ্ঞনের মূল হোতাগণ অপ্রকাশ্যে সমাজের সঙ্গে মিশে মিলে একাত্ম হয়ে যায়। অধিকাংশ অত্যাচারিত লোকের চেয়ে তারা অধিকতর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগ করতে থাকে। এখনও তারা রুমানীয় সমাজের অনেক কিছু নিয়ন্ত্রণ করে।

মানুষ নিজেদের অর্জিত অধিকার ভোগের পাশা পাশি গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরণের ফলে রাষ্ট্র প্রদত্ত মানবাধিকার সংরক্ষনের বিষয় গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়।

অনিবার্য ভাবে যে প্রয়োজনটি অনুভূত হয় তা হল ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়া চালু করা। নতুন ক্ষমতাসীন চক্র জমি উদ্ধার বা নতুন সরকারের পক্ষ হতে দান বা প্রাক্তন রাজবন্ধীদের জন্য ন্যূনতম ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ উদারতার সাক্ষ্য বহন করে রাজনৈতিক ক্রান্তিকালে রুমানীয় সমাজ দুটো ভাগে বিভক্ত হয় নতুন ক্ষমতাসীনদের পক্ষে অধিকাংশ লোক। সুযোগ সন্ধানী, উদাসীন, স্থানীয়। পক্ষান্তরে একটা বেশ ক্ষুদ্র দল ক্ষমতাসীনদের বিরোধীতা করে এই বলে যে, এরা সবই নতুন মুখোশধারী পুরানো মূখ।

যারা বেঁচে আছেন

কমিউনিষ্টদের ৪৩ বছরের শাসনে নির্যাতনের শিকার রাজবন্দীদের সেবা দানের জন্য আইকারের সদিচ্ছা থাকা সত্বেও ৩ মিলিয়ন রুমানীয় বন্দী নাগরিকদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোক কে পাওয়া যায়। বন্দী দশায় ৩,০০,০০০ লোক মৃত্যু বরন করেন। সংকীর্ণ মনা রাজনৈতিক অভিজাত শ্রেণীর পক্ষে অসীম ক্ষমতা ধর গোপন পুলিশ বাহিনী সেকুরিটেট যারা রুমানীয়দের জীবনের সকল ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করে ঐ বন্দীরা সবাই এর নির্মম শিকার। এর সদস্যগণ বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে গভীর যোগাযোগ রক্ষা করেন বিশেষ করে সামরিক আদালতের সঙ্গে, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে তাদের সকল কর্মকান্ড সাফাই দান করা হয়।

কম্যুনিষ্ট প্রবর্তিত শাসন পদ্ধতির বিরোধিতা লক্ষন বিন্দুমাত্র প্রকাশ পেলে এই আদালত তাকে কঠোর সাজা প্রদান করে।

ভুক্তভোগীদের মালিকানাবাস যুক্তিক্ষতি বছর ধরে শ্রম দাসত্ব, দীর্ঘ মেয়াদী করাবন্দি আদালতের শাস্তির রায়ের মধ্যে অর্ন্তভূক্ত।

অনেক ক্ষেত্রে তরুন শিক্ষার্থীদের সাজা ভোগের কারণে শিক্ষাজীবন পুনরাম্ভের সুযোগ থাকে না। বন্ধী জীবন শেষে মুক্তি পাওয়ার পর অনেকেই চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় ন্যুনতম সুযোগ থাকে না জীবন যাপনের।

দীর্ঘ কারাবাসে বা শ্রমশিবিরে থাকার পর যারা বেঁচে থাকে তাদের জোর করে বর্ধিত সময়ে দেশের কোন দূরবর্তী অঞ্চলে বসবাসের জন্য পাঠানো হয়। নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিকট থানায় তারা হাজিরা দিতে বাধ্য হয় এবং নিরন্তর পরিবারের সদস্যগণ হয়রানীর শিকার হন। এমনকি পেশাগত সুযোগ সুবিধা, সন্তানদের উচ্চতর শিক্ষা আবাসিক সুবিধা বা কোন কর্মে নিয়োগের সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রেও তাদের চরম ভোগান্তির ও প্রতারণার শিকার হতে হয়।

১৯৮৯ সালের পর পরিস্থিতির উন্নতি হলেও তখনও পর্যন্ত শাসকদের কট্টর সমালোচকদের সন্দেহ ভাজন বিবেচনায় কড়া নজর দাবীর মধ্যে রাখা হয়।

প্রাক্তন রাজবন্দীদের অনেকেই জোর পূর্বব বিবাহ বিচ্ছেদ ও আর্থসামাজিক জীবন ব্যবস্থা হতে বিযুক্ত হয়ে একাকী বাস করতে বাধ্য হয়েছেন। তারা সামাজিক বা পারিবারিক সম্পর্কহীন হয়ে সমাজচ্যুৎ হন। অন্য নাগরিকদের সঙ্গে যদি কোন প্রকার পারস্পারিক সংযোগ সাধন বা মতবিনিময়ের কোন উদ্যোগ দেখা যায় কখনই তা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ নাশকতামূলক কর্ম বলে ধরে নেওয়া হয়।

১৯৮৯ সালের বিপ্লবের পর বিভিন্ন কারাগারে বন্দী শিবিরে নির্বাসনে যারা ছিলেন, গণতান্ত্রিক একটা মাজে তারা স্বাধিন ভাবে জীবন যাপন তথা স্বস্তির স্বাস ফেলার আশা করেন।

পরিবর্তে তাদের পুণরায় সমাজ বিচ্ছিন্ন প্রান্তিকরণ তথা সহযোগি নাগরিকদের খারাপ বিবেকের অসুখকয় স্মৃতি চারণকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

জনগণের নামে পরিচালিত চরম মানবাধিকার লজ্ঞনের সময়ে নীরব দর্শক হয়ে থাকা রাজনৈতিক নিপিড়নের প্রত্যক্ষ সহযোগি হওয়াতে গোটা সমাজ নিজেকে অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করে।

আমাদের লক্ষিত জনগোষ্ঠি যারা বিগত সরকারের রাজনৈতিক পদ্ধতির বিরুদ্ধচারী তাদের কালো তালিকাভূক্ত করা হয়েছে সহযোগিদের প্রকাশ্যে সমালোচনা পাত্র করা হচ্ছে। জনগনকে এই ভাবে শাসানো হচ্ছে যে, রাজবন্ধীদের এ ভাগ্য বরনই তাদের প্রাপ্য ছিল। একই সময়ে অধিকাংশ লোকে জানতো যে, বিপ্লবের অবিচার করা হয়েছে এবং সকল বির্তকের উর্দ্ধে ভূক্ত ভোগীদের সময়মতো চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

জনসম্পদ সংগ্রহে আমাদের গৃহীত কৌশল

আমাদের দীর্ঘ মেয়াদী কৌশলের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্র যাতে ন্যায় সঙ্গত ও মানবিক আচরনের দ্বারা পূর্বের রাজবন্ধীদের মূল কার্যক্রমের স্বীকৃতি দান করে।

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য জন সম্পদ সংগ্রহের কাজটি দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ এ ভাবে বড় ছোট সকল ধরনের সাফল্যের পর এ লক্ষ অর্জন নিশ্চিত হওয়া সম্ভব। এখন যদি একটা গল্প বলি তাহলে এটা স্পষ্ট হবে যে, আমরা সার্বক্ষনিক ও যত্নশীল সজাগ দৃষ্টি দান করতে বাহু দুটো পরস্পারিক ভাবে ঘনিষ্ট দুটো কৌশল প্রবাহের ক্ষেত্রে:-

আইকার এর বাইরের সংগঠন গুলোয় হচ্ছে জোট গঠন ভাবে সরকারকে চাপ প্রয়োগ করে প্রয়োজনীয় সম্পদ সহায়তা পাওয়া যায়। আইকার সংস্থা নিজেই এর পেশাগত যোগাযোগ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক উত্থান, লক্ষিত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক। (ৰক্স নং ২, দেখুন)।

এই ক্ষেত্রে আন্তঃ সম্পর্ক বজায় রাখা খুবই কঠিন। বহিঃ সম্পদ আহরনে দক্ষতা অর্জন ব্যতীত শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলা সম্ভব নয় আর্ন্তজাতিক সমর্থন আদায়ের জন্য প্রথমেই সংগঠনকে শক্তিশালীকরণ ও লক্ষিত জনগোষ্ঠী সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা আবশ্যক।

লক্ষিত জনগোষ্ঠীর নির্ধারিত এলাকায় উদাহারণ স্বরূপ নিজস্ব রাজনৈতিক প্রভাব থাকে যা আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করে। আমাদের লক্ষিত জনগোষ্ঠীর আস্থা অর্জন এবং চিকিৎস্যা বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা মূলক পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টিও খুবই দুরূহ মনে হয়। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিম্ন বর্ণিত ছকটি দেওয়া গেল যার মাধ্যমে আমাদের লক্ষ্য এবং পদক্ষেপ সমূহের মধ্যে কৌশলগত সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়।

বক্স-১ ঃ
দুরূহ সম্পর্ক এবং সহযোগি সমূহ

- উত্তর জীবিদের প্রথম এবং সর্বোচ্চ বিষয়।
- স্থানীয় বেসরকারী সংস্থা সমূহ।
- আন্তর্জাতিক সরকারী সংস্থা সমূহ।
- আর্ন্তজাতিক বে সরকারী সংস্থা সমূহ।
- ঐতিহাসিক দল সমূহের পূণ:উত্থানকারী নেতৃত্ব।
- শহরের বেসরকারী কর্মচারী ও কর্মকর্তা, পৌরসভা এবং রাষ্ট্রীয় দপ্তর সমূহ।
- সাধারণ ভাবে স্বাস্থ্য সম্পর্কীত জনগোষ্ঠী।
- বিশেষ ভাবে সাধারণ চিকিৎস্যা পরিষদ।
- স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।
- পেশাগত চিকিৎসক যারা লক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদান করতে ইচ্ছুক।
- প্রয়োজনীয় সেবা এবং চিকিৎসা নিশ্চয়তা প্রদানে সক্ষম বাইরের পরীক্ষাগার এবং ক্লিনিক সমূহ।

এতে দেখা যায় যে, আমাদের বাস্তব প্রয়োজন এবং রাজনৈতিক বিষয় এই প্রচেষ্টায় সমন্বিত হয়েছে। আমাদের প্রচুর শক্তি সমর্থ্য ব্যায়ে রাষ্ট্রীয় সমর্থন আদায়ে বড় ধরনের কৌশল অবলম্বন করতে হয়। নিচের পৃষ্ঠা সমূহে বর্ণনা করা হয়েছে, কেমন করে আমরা জোট গঠন করে সরকারকে বাধ্য করি জাতীয় স্বাস্থ্য বীমা আইন প্রণয়নে এবং এই প্রক্রিয়ায় আমরা ঘটনা ক্রমে সরাসরি সম্পৃক্ত হই।

বক্স-২ ঃ
প্রতিষ্ঠানগত বিষয় সমূহ-

- চিকিৎসা ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য দক্ষতা পরিচালনা।
- ক্ষুদ্রাকারের নিঘন্ট প্রণয়ন যার মধ্যে রোমানীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষিত বিবেচনান্তে আমাদেরকে অনুপ্রবেশ, হয়রানী এবং অন্তর্ঘাত মূলক কর্মকান্ড হতে রক্ষা করে।
- একটা উন্মুক্ত ও স্বচ্ছ সংগঠন পরিচালনা।
- অভ্যন্তরীন সাংগঠনিক দন্দ্বসৃষ্ট মানসিক বিক্ষুদ্ধতার প্রতি মনোযোগ দান।

আইকারঃ রাষ্ট্রীয় সম্পদ আহরনের কৌশল তালিকা

লক্ষ্য ঃ অতীতে এবং দন্ডমুক্ততা মোকাবেলা অত্যাচারে ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠীর প্রতি রাষ্ট্রের নেতিক এবং আইনগত দায়িত্ব পালন আর্ন্তজাতিক ওয়াদা পুরনের লক্ষে-

আশু বাস্তব লক্ষ্য ঃ জীবিতদের প্রয়োজনীয় পেশাগত সেবা প্রদান।

মহাকৌশল যাহা বাস্তব প্রয়োজন এবং নীতি হিসাবে অত্যাচারে ভুক্তভোগিদের চিকিৎসার নিমিত্ত্ব রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবহারে সহায়তা করে।

পূর্ব শর্তসমূহ ঃ

- আইকার এবং জীবিতদের মধ্যে বিশ্বাস স্থাপন।
- আপোষহীন চিকিৎসা দক্ষতা।
- সাংগঠনিক পুনরুজ্জীবন।

কৌশল এবং উপলক্ষ্যসমূহ ঃ

- চিকিৎসা কেন্দ্রের প্রচারের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন।
- বিনামূল্যে রোগীদের ঔষধ এবং ব্যবস্থা পত্র প্রদানের জন্য দক্ষতা অর্জন।
- ভবিষ্যতে পূর্ণ পুনর্বাসনের জন্য বিষেশায়িত রাষ্ট্রীয় সমর্থন পুষ্ট সেবা প্রদান।

স্থান প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগকৃত কৌশলঃ

- ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে ব্যক্তির প্রভাব প্রয়োগ।
- সরকারী এবং আইন সভায় রাজনৈতিক সহযোগীদের সমর্থন আদায়।
- উচ্চ স্তরের রাজনৈতিক সহযোগীদের সুপারিশ ব্যবহার (ভূক্তভোগী দলের মধ্যহতে)
- পৌর সরকারের সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের লালন তাদের কোপেন হেগেনে চলমান কেন্দ্র পরিদর্শন করানো।
- সিটি হলের সঙ্গে সরাসরি সমঝোতা করা।
- পৌরসভার সঙ্গে সমঝোতা প্রভাবান্বিত করার জন্য আর্ন্তজাতিক সহযোগিদের উদ্বুদ্ধ করা।
- স্থাপত্য মূলক সৃজনশীলতা প্রয়োগ।

নয়া কৌশলের উপলক্ষ্য ঃ জাতীয় স্বাস্থ্য বীমা আইন পরিবর্তন পূর্বক আইকার কর্তৃক ভূক্তভোগীদের চিকিৎসা সম্পর্কীত সাহায্য প্রদানে সম্মতি প্রদান।

ব্যবহৃত কৌশলসমূহঃ

- ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে সমর্থন আদায়।
- রাজনৈতিক দল এবং ভুক্ত ভোগী দলের সহযোগীদের মাধ্যমে সমর্থন আদায়।

প্রাথমিক জোট গঠন

আইকার এবং উত্তর জীবিদের সঙ্গে

প্রাক্তন জেল বন্দীদের আস্থা অর্জন করাই হচ্ছে আমাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ। তারা ছিল একে অপরের সঙ্গে পৃথক সন্দেহ প্রবন এবং অখ্যাত। এই সম্পর্ক উন্নয়নে আমরা শুধু চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমর্থন লাভ করিনি বরংঞ্চ প্রাক্তন রাজবন্দীদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক জোট গড়ে তুলেছি। প্রাক্তন রাজনৈতিক বন্দী ও তাদের পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে পেশাগত এবং সামাজিক যোগাযোগ গড়ে তুলে ক্ষুদ্র আকারে হলেও পুনরায় বিরোধ মিটিয়ে ফেলার প্রক্রিয়ায় আমাদের গৃহীত কৌশল জীবিতদের সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রাখে। একটি সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়বার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণের বিষয়ে প্রয়াস চালানো আমাদের বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জনের একটি প্রচেষ্টা, আমরা পেশাগত চিকিৎসা জ্ঞান এবং সামর্থ্য অনুযায়ী সহায়তা দানের বিষয়টি আমাদের হস্তক্ষেপের মূল ভিত্তি ছিল। ভূক্তভোগী জনগণের মধ্যে পশ্চিম ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার পুণর্বাসন কেন্দ্রের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে একই ধরনের সেরা প্রদানের জন্য একটি কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা করি। কি ধরনের সেবা আমাদের রোগীদের প্রয়োজন তা শিখবার জন্য আমরা খন্ডকালীন স্বাস্থ্য সেবা বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ এবং পেশাদার চিকিৎসকের কাছ থেকে শিখবার চেষ্টা করি। প্রাক্তন রাজনৈতিক বন্দীদের যথাযথ বিশেসায়িত বিনা মুল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য রোমানীয় গণস্বাস্থ্য পদ্ধতির দুর্বলতার নিরিক্ষে আইকার ফাউন্ডেশন তার ঘোষিত নীতি বাস্তবায়ন করে। অতীতে তাদের যে ক্ষতির শিকার হতে হয় তা মোচন করে তাদের (অত্যাচারিত ভুক্ত ভোগীদের) আস্থা অর্জনের জন্য সঙ্গতিপূর্ণ পেশাগত মানবিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করি এবং আমরা বোঝাতে চাই যে, আমরা ভুক্তভোগীদের চাহিদার জটিলতা চিকিৎসা সম্পর্কিত মানষিক এবং প্রয়োজনীয় সামাজিক প্রয়াস চালাতে ইচ্ছুক। আমরা অনেক কষ্ট করে তাদের আস্থা অর্জনের যে সফলতা লাভ করেছি তা যত্নের সামান্য ত্রুটির কারণে সবকিছু নিস্ফল হয়ে যাবে। আমরা আমাদের আস্থা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিশেষ মূহুর্তের অভিজ্ঞতা লাভ করি যখন ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বরে আমাদের দ্বিতীয় চিকিৎসা পূণবার্সন কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। প্রাক্তন রাজবন্ধীদের সমন্বয়ে গঠিত সংগঠন (AFDOR) এর স্থানীয় শাখার কয়েকশত প্রতিনিধি যারা দেশের বিভিন্ন শহর এবং গ্রাম থেকে এসে বাইরের অতিথিদের অনুষ্ঠানে যোগদানের আমন্ত্রন জানায় এবং আমরা আইকার ফাউন্ডেশন এবং অত্যাচারিত ভূক্তভোগীদের জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক পূনর্বাসন পরিষদের প্রতিনিধি হিসেবে সভায় যোগদান করি। অত্যন্ত আবেগময় ভাঙ্গা ভাঙ্গা জার্মান ভাষায় যা (তার আর্ন্তজাতিক যোগাযোগ একমাত্র মাধ্যম) তার অনূভূতির প্রকাশ করে। তা এই যে, ৪০ বছরের কম্যুনিষ্ট দানবদের যাতাকালে পিষ্ঠ রোমানীয় জনগণের ধ্বংস যজ্ঞের আর্ন্তজাতিক স্বীকৃতি।

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত রোমনীয়ায় স্ট্যালিন বাদীদের শাসন কালে শত, সহস্র, নির্যাতন ভোগীর দুঃখ মোচনের জন্য আর্ন্তজাতিক সহায়তা প্রদানকারী আইকার ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসা পুর্নবাসন কেন্দ্রে যা একমাত্র দর্শন যোগ্য আন্ত র্জাতিক স্বীকৃতির স্মারক চিহ্ন বিশেষ। যে কথা ১৯৯০ সাল থেকে ২০০০ সাল সময়কালের সিনেটর টিস্যু ভুমিট্রেসক প্রেসিডেন্ট AFDPR প্রায়ই জনসভায় বক্ততা দানের সময় পুনুরুল্লেখ করতেন।

সম্পদ সংগ্রহে প্রাথমিক সহযোগী ও বাধা সমূহ

লক্ষিত জনগোষ্ঠীর সেবা প্রদানের জন্য আমরা জীবিতদের সঙ্গে সু সম্পর্ক স্থাপনের পরই আমাদের উচ্চাভিলাষী রোমানীয়ার সমস্ত জাতীয় সম্পদ নিয়োজিত করে সেই উচ্চাভিলাষী কর্মকান্ডের ব্যবহারের জন্য একীভূত করি। আমরা অব্যাহত চাপ প্রয়োগ করতে থাকি রাষ্ট্র এবং পৌর কর্তৃপক্ষ এবং যারা রোগ সেবার জন্য যারা তহবিল বরাদ্দের জন্য দায়ী তাদের সবার উপর। আমরা রাজনৈতিক এবং বাস্তব উভয় ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হই। রাজনৈতিক দিক থেকে পুরানো অত্যাচারীদের পক্ষ হতে সরাসরি অন্তঃর্ঘাত মূলক কর্মকান্ড এবং বাধা প্রতিহত করা। ক্ষমতাসীন শক্তি যারা আমাদের সাহায্য করতে পছন্দ করে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা। বাস্তব অবস্থায় আমাদের প্রয়োজন ছিল উপযুক্ত স্থান, পেশাগতভাবে অভিজ্ঞ লোক এবং উল্লেখযোগ্য পরিমান অর্থ। আমাদের সংগ্রামে আমরা একা ছিলাম না। আমাদের নিকট সহযোগী ছিল ক্ষুদ্র সংখ্যক নাগরিক সমাজ সংগঠন যা বিপ্লবের অব্যবহিত পরে সৃষ্টি হয়। তারমধ্যে অন্যতম এ্যালিয়ান নামক প্রতিষ্ঠান। এরমধ্যে ২১ শে ডিসেম্বর সমিতি সামাজিক বির্তকের জন্য গঠিত গ্রুপ এবং স্বাধীন টেলিভিশনের জন্য গঠিত সোসাইটি। তারা সবাই মিলে বিভিন্ন প্রকার গণতান্ত্রিক উন্নয়ন প্রয়াস যার মধ্যে আমাদের উদ্যোগ ও অন্তর্ভূক্ত সবাইকে নিয়ে ১টি নেটওয়ার্ক গঠন করে। আমরা অবশ্য রেভিস্তা বাইশ এবং রেডিও কন্ট্রাক্ট নামি ও সতন্ত্র প্রচার মাধ্যম হতে সংবাদ পরিবেশনের সহায়তা পাই। আমাদের অতিরিক্ত সহযোগী সংগঠন হিসেবে তথাকথিত ঐতিহাসিক রাজনৈতিক দল সমূহ (কম্যুনিষ্ট পূর্ব এবং পি এন এল) ন্যাশনাল লিবারাল কমিটি এবং পিএনটি (ন্যাশনাল পিজান্টস পার্টি) যা বিপ্লবের পরে পুনরুজ্জীবিত হয়। ১৯৯০ সালের মে মাসে বিপ্লবের পরে প্রথম নির্বাচনে এই দল গুলো অধিকাংশ বড় বড় শহরে প্রশাসনিক ক্ষমতা লাভ করে। তাদের নৈতিক সমর্থন সহসা দৃষ্টি যোগ্য ফল লাভ করতে পারেনি, বরঞ্চ এটা অসহিষ্ণু জাতীয় ক্ষমতাসম্পন্ন গোষ্ঠী কর্তৃক আমাদের গৃহীত উদ্যোগে অবাঞ্চিত হস্তক্ষেপ করা হতে বহুলাংশে রক্ষা করেছে। আমরা ঐতিহাসিক দলের পুনঃ আর্বিভূত সম্মানীয় নেতাদের কাছ থেকে সহায়তা লাভ করেছি তন্মধ্যে কর্ণেল ইউ চপোসু অন্যতম। যিনি আমাদের তার লিখিত সুপারিশ দান করেন। আমরা আমাদের প্রথম কেন্দ্র

বুখারেস্টে যখন কাজ শুরুকরি তখন অনেক শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিত্ব আমাদের ভোক্তাহন এবং উদ্যোগের পরম বন্ধু বিবেচিত হন। আমাদের প্রাক্তন রাজনৈতিক বন্দী অনেকেই আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সহযোগি হন। বিপ্লবের অব্যহতি পরে অনুমিত একলক্ষ রাজনৈতিক নীপিড়নের শিকার ব্যক্তি বর্গের মধ্যে ৬৫ হাজার মিলে এএঅডিপিআর নামে ১টি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন এবং টিস্যুডুমিট্রেসকুকে সভাপতি নির্বাচিত করেন। এর কয়েকমাস পরে তিনি পুনঃর্জীবিত ঐতিহাসিক দল সমূহের মধ্যে একটির মনোনয়ন লাভ করে রোমনীয়ার পার্লামেন্টের মিনেটের সদস্য নির্বাচিত হন। এই সংগঠন সৃষ্টির কয়েক মাসের মধ্যে এফডিপিআর ক্ষমতাসীন নতুন সরকারের নিকট হতে অনেক সুযোগ লাভ করেন। যার মধ্যে সরকারী কাগজপত্র নথিবদ্ধ করন তাদের আটকাদেশ এবং রাজনৈতিক নিপীড়ন আয়কর পরিশোধ থেকে রেয়াত প্রাপ্তি। বছরে বিনামূল্যে রেলপথ ভ্রমনের সুবিধা এবং প্রমান দৃষ্টে বিনামুল্যে চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ পাবার অধিকার লাভ করেন। এফডিপিআর এর শক্তি আমাদের অনেক রাজনৈতিক বাধা বিপত্তি উত্তরনে সহায়তা করে। যা আমরা আগে মোকাবেলা করেছিলাম। এই জীবিত ব্যক্তিগন ব্যক্তিগতভাবে খুবই দুর্বল সামাজিক সত্ত্বা কিন্তু শক্তিতে তারা কতিপয় ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেন। যার ফলে বিরোধী দল হতে ঐ গোপন পুলিশের সমর্থন লাভ করতে থাকে। আইকার এই গ্রহণ যোগ্যতার জন্য যথেষ্ট উপকৃত হয় এবং আমাদের আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী সরকার এবং বেসরকারী সংস্থার নিকট হতে যথেষ্ট মাত্রায় সহযোগিতা পায়। সুচনাতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন আমাদের কার্যক্রমের যে অংশ সমর্থন করেন তার প্রচারের জন্য দায়িত্ব গ্রহণে ইচ্ছুক হন। কিন্তু আমরা আমাদের রোগীদের সেবাদানের চেয়ে দাতাদের সন্তুষ্টি অর্জনের নীতিতে বিশ্বাসী নই। তাই আমাদের নীতি বদলায়নি সে কারণে কতিপয় সদস্যের নিকট হতে অনেক সমালোচনা পেয়েছি যা আমাদেরকে সহ্য করতে হয়।

গোয়েন্দা পুলিশ বাহিনীর (সেকুরিটেট) অনুপ্রবেশ হতে আমাদের উদ্যোগের রক্ষাকবচ দান করতে হবে। একসময় আমরা লক্ষ্য করলাম যে আমাদের একজন নতুন সহকর্মী ইচ্ছাকৃত ভাবে ক্লায়েন্ট এর জন্য সংরক্ষিত নার্স পরিক্ষা নিরীক্ষা করছে। যখন তার কাজের ইতিবৃত্ত এবং ব্যক্তিগত তথ্যাবলীর নথি প্রস্তুতির কথা বল্লাম তখন যে অফিস ছেড়ে চলে গেলে আর ফিরে আসেনি। এর পর নিরাপত্তা পুলিশ তার বিরক্ত করেনি। কখনও আমাদের কোন বিষয়ের তথ্য প্রকাশ হয়ে যায় নি। আমরা কখনও ঘৃন্য আক্রমনের শিকারে পতিত হইনি বা অভ্যন্তরীন অন্তর্ঘাতকমূলক কর্মকান্ডের যা গোপন পুলিশ বাহিনী গর্হিত পন্থায় সম্পাদন করে। আমরা অন্যান্য সংগঠনের মতো অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে খুবই নাজুক অবস্থানে আছি এবং খুবই পরীক্ষার এবং স্বচছ ভাবে কর্মকান্ডে পরিচালনা করছি। এ এফডিপিআর এর মধ্যে যে রাজনৈতিক তীব্র দ্বন্ধ তার হতে আমাদের উদ্যোগ সমূহের সুরক্ষা নিশ্চিত করি। এটা সম্পন্ন করা হয়েছিল পেশাগত বৈশিষ্টের উপর নিয়ন্ত্রন তাগিদে দান করে এবং এএফডিপিআর হতে পূর্ণ স্বাধিন ভাবে দায়িত্ব পালন করায় অভাব হতে।

বাস্তব ক্ষেত্রে, আমরা আমাদের লোকদের বিনামূল্যে ঔষধ এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করতে পেরেছিলাম। অপচিকিৎসা এবং অত্যাচারের ক্ষেত্রে চিকিৎসা ব্যাপারে প্রত্যক্ষ ফলাফলের জন্য পথ্য অন্য চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্যা যা আমাদের ---বলে ভেবে করেন। এই সব জীবিত ব্যক্তিদের বয়স বিবেচনা বিশেষভাবে এটা বিশাল কর্মকান্ড।

চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মানের ব্যয় বহুল বিলিকারা উল্লেখ্যযোগ্য পরিমান দৈনিন্দন খরচ যা প্রশিক্ষিত কর্মী ও ঔষধ পত্র ও অন্য সব কিছুর জন্য প্রয়োজন।

ছেলেরা প্রাথমিক অবস্থায় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্ন্তজাতিক ভাবে আর্থিক সহায়তা লাভ করি।

আমরা আন্তর্জাতিক সহায়তার অপ্রতুলতার দরুন কঠিন বাস্তবতার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ি কিন্তু আমরা জানতামনা যে রাষ্ট্র নৈতিকভাবে এ সকল কর্মকান্ডে অর্থায়নের জন্য দায়বদ্ধ।

ঘটনাক্রমে গড়ে ওঠা সহযোগিতা ও চাপের জন্য লক্ষ্য বস্তু নির্দ্ধারনঃ

সিটি হলেও দায়ীত্বশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিদের নিয়ে শুরু করে বহু লোক ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সুসম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি যার ফলে আমরা দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবো।

১৯৯০ সনের মে মাসে অনুষ্ঠিত পৌরসভা নির্বাচনে ঐতিহাসিক দলের বিজয়ের ফলে অধিকাংশ সিট গুলো তারা দখলে নেয় এবং এতে আমরা গৃহীত উদ্যোগ বাংলাদেশ উপকৃত হয়।

রাজনৈতিক সমর্থন নিয়ে কাজ করা অনেক সময় কঠিন। যা হোক কেন্দ্রীয় প্রশাসনের বেসামরিক কর্মকর্তাগন যা যথেষ্ট পরিমানে পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন তারা আমাদের ও আমাদের ক্লায়েন্ট দেয় সাহায্য প্রদান করে। আমাদের জাতীয় স্বাস্থ্য কতৃপক্ষের আবেদন ব্যর্থ হয় এবং রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ক্রমান্বয়ে অবস্থার উন্নয়ন সাধিত হয়। স্থানীয় স্বাস্থ্য কতৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ খুবই সহজ এবং প্রতিটি স্তরে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ সফল হয়।

জেনারেল মেডিক্যাল কাউন্সিলের মূল কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমাদের সমুর্কোন্নয়ন হওয়ায় কেন্দ্রের ষ্টাফ এর বাইরের পরামর্শক হিসেবে বেশ কিছু সংখ্যক স্বাস্থ্য বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে আমাদের কেন্দ্রে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হই।

প্রাথমিক অবস্থায় যারা এই কাজে যোগদেন তাদের যথেষ্ট পরিমান চিকিৎসা জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা সত্বেও তাদের রাজনৈতিক সন্দেহ ভাজন হিসেবে বিবেচনায় ঝুঁকি বহন করতে হয়, যা তাদের পাবলিক হেলথ সার্ভিসে পেশাগত মানোন্নয়নে খুবই ক্ষতির কারন ঘটায়।

কেপেন হেগেনের আইআরটি বড় ধরনের আর্ন্তজাতিক বেসরকারী সংস্থা যারা অত্যাচারিত ভূক্ত ভোগিদের চিকিৎসা সংক্রান্ত পূণর্বাসনের সহায়তা করে আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা ও সম্প্রসারনে আমাদের সমর্থন পুষ্টদের সঙ্গে জোট গঠনে যথেষ্ট সহায়তা দান করে। তাদের পরামর্শনুযায়ী আমরা এখানে ইউরোপীয় ইউনিয়ন পরে জাতি সংঘের আর্থিক সাহায্য লাভ করে।

যে সকল শক্তি আমাদের কার্যক্রম ব্যর্থ করার জন্য বিভিন্ন হয়রানিমূলক প্রচেষ্টা চালায় তার হাত থেকে রক্ষা পাবার ব্যাপারে রুমানিয়াস্থ ডেনীশ দূতাবাস কূটনৈতিক পর্যায়ে খোলাযুক্তি সমর্থন দান করেন। আই আর সিটি আই আর কে ব্যক্তিগত পর্যায়ের দান প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সহায়তা দান করেন যার ফলশ্রুতিতে আমরা বুখারেষ্ট এবং ক্রেইশুভা ক্লিলিং (স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র) বিষয়ক সুযোগ সুবিধার জন্য লামাই পৌর কতৃপক্ষ উপযুক্ত স্থান পেতে অনুমতি দান করে।

জেনারেল মেডিক্যাল কাউন্সিল একটা পেশাজীবি সংগঠন যার সঙ্গে রুমানিয়ার সকল চিকিৎসক যুক্ত এবং ব্যক্তিগত সাধারণ পর্যায়ের চিকিৎসা সেবা দানের জন্য লাইসেন্স ইস্যু করে থাকে।

উপযুক্ত স্থান পেতে প্রথম বাধা ঃ

বুখারেষ্ট-১
বিরোধী শক্তি নিয়ন্ত্রিত বুখারেষ্ট সিটি রাজনৈতিক হলের দিকে দৃষ্টি দেই: সেখানে আমরা একজন রাজনৈতিক নিপীড়ণের শিকার এক পিতারপুত্রপদস্থ বেসরকারী কর্মকর্তা, তার নিকট থেকে সাদর সমন্বর্ধনা পাই যিনি আমাদেরকে বুখারেষ্টে জনগণের মালিকানার সম্পত্তি বিষয় যা একটি তালিকা আমাদের ব্যবহারের জন্য প্রদান করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যত: ১৯৭৭ সালের ভূমিকম্পে তা সবই বিনষ্ট হয়। আমরা একটা বিশাল আকারে ব্যক্তি মালিকানাধীন বাজারের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত একটি এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করি। ইতি মধ্যে আমরা প্রথম অনুদান ইউরোপীয় ইউনিয়ন হতে লাভ করি যার দ্বারা অফিস এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম মূল এর সহযোগি কর্মচারী ভাড়া প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহের মূল্য পরিশোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে মূল বিনিয়োগের সুযোগ লাভ করি। ক্লিনিকের জায়গার অভাবে একবছর পরে ১৯৯৩ সালে রোগী ভর্তি শুরু করি, কারণ এই স্থানটির উপযুক্ত পরিবেশ অভাব ও ক্ষুদ্র পরিসরের জন্য আমাদের উদ্দ্যেশ্য সাধিত না হওয়ায় আমরা কম ভাড়ায় অন্য একটি ভালো জায়গা খুজতে থাকি।

আমরা বুখারেষ্টে সমস্ত জেলার মেয়রদের নিকট আবেদন করে বোঝাতে চেষ্টা করি যে, আমাদের কাজটি খুবই জনহিতকর ও গুরুত্বপূর্ণ এবং সমস্ত পশ্চিম ইউরোপীয় দেশে কর্মটি সু প্রতিষ্ঠিত। আমরা ৪ নং জেলার মেয়রকে কোপেন হেগেনের আই আর সি টি এর চিকিৎসা কেন্দ্র পরিদর্শনের আমন্ত্রন জানাই।

পরিদর্শনের পর তিনি আমাদের সাহায্য করেন, যার ফলে ১৯৯৫ সালে জেলা-৪, এর মিউনিসিপ্যামের মালিকানাধিন নীচতলার একটা বড় এপার্টমেন্ট বরাদ্দ দেন।

আমোদের মূল অবস্থানের সন্নিকটে মধ্যস্থত হলেও ভবনটি খুব ভাল অবস্থায় না থাকায় আমরা নামমাত্র ভাড়ায় উহা বন্দোবস্ত লই। আর্ন্তজাতিক পর্যায়ের ব্যক্তিগত দানের দ্বারা স্থানীয় একজন স্থাপত্য শিল্পির সাহায্যে জন্য ভবনটি ভিতরে ও বাইরের প্রয়োজনীয় সংস্কার করে আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার শুরু করি। কোপেন হেগেনের দপ্তর বিভাগীয় (স্কুল) ডিনটিসট্রি আলাদা দপ্তর ইউনিট খোলার জন্য সাহায্য করেন এবং মরা মূল চিকিৎসা ও অফিসের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম প্রায় করতে সক্ষম হই। স্থানীয় স্বাস্থ্য কতৃপক্ষ আমাদের বন্দোবস্তকৃত স্থানটিতে ক্লিনিক হিসাবে ব্যবহারের জন্য অনুমতি দান করে।

আমরা এখনও মূল জায়গায় অনেকগুলি কার্যক্রম চালাতে হয় বলে এখনও আমাদের সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধান পায়নি।

লাসাই

বিপুল সংখ্যক রাজ বন্দীদের আবাস স্থল উত্তর পূর্ব রুমানিয়ার লাসাহ মিউনিসিপ্যালিটির মেয়রের সঙ্গে ১৯৯৪ সালে আমরা এ এফ ডি পি আর এর স্থানীয় শাখায় প্রেসিডেন্ট সহ সাক্ষাৎ করি।

এই মেয়র মহোদয় বিরোধী রাজনৈতিক গ্রুপের হওয়ায় তিনি প্রাক্তন রাজবন্দীদের জন্য একটা কেন্দ্র নির্মানের জন্য আমাদের প্রতি খুবই সহানুভূতি প্রবর্ত হন।

কয়েক মাস পর ভালো স্থানে অবস্থিত সুদৃশ্য ভবনের সন্নিকটে নীচতলায় একটা খালি ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরে তিনি আমাদের নামে বরাদ্দ করেন।

এই সিটি হলের সঙ্গে আমাদের নাম মাত্র ভাড়ার ভিত্তিতে ২০ বছরের একটা চুক্তি হয়। পুনরায় ব্যক্তিগত পর্যায়ের আর্ন্তজাতিক অনুদানের জন্য ধন্যবাদ জানাই। আমাদের স্থানীয় স্থাপত্য শিল্পী আমাদের এই ভবনটির খানিক অংশ আদর্শ চিকিৎসা পূর্ণবাসন কেন্দ্রে রূপান্তরিত করেন।

বুখারেষ্টে প্রত্যাবর্তন

এই ইতিবাচক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর আমরা সবাই বুখারেষ্ট হলে ফিরে আসি। ১৯৯৫ সালে কর্ণেলিও চপোসু মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বুখারেষ্টের মেয়রের নিকট লিখিতভাবে সুপারিশ করেন আমাদের উদ্যোগের জন্য সহযোগিতা দান করতে আমরা তখন এই দলিল মেয়র মহোদয়ের নিকট পেশ করায় তিনি সিটি প্রশাসনকে জরুরী ভাবে আমাদের জন্য বৃহত্তর পরিসরে কেন্দ্র নির্মানের জন্য একটা স্থান খুঁজে দেবার নির্দেশ দেন। ইউনিরিল বোলেভার্ডের মূল স্থানে একটা অসমাপ্ত ভবনের বিশাল অংশ সবশেষে আমাদের ত্রাসে বরাদ্দ প্রদান করেন। আমাদের আর্ন্তজাতিক পর্যায়ের ব্যক্তিগত দাতাদের প্রদান্যতার ফলে বিশেষ করে ওক ফাউন্ডেশনের (আর্কার পরিবার), এর আমাদের স্থাপত্য শিল্পী দূরদর্শিতার ফলে আমরা শুধু মাত্র দন্ত বিভাগ বাদে আমাদের সমস্ত কর্মকান্ড একই দালানে নিয়ে এসেছে এবং ১৯৯৯ সনে বাসস্থান হিসাবে ব্যবহার শুরু করি। প্রয়োজন বোধে নবায়ন যোগ্য নামমাত্র ভাড়ার ভিত্তিতে একটি প্রশাসন আমাদের সঙ্গে মানষিক চুক্তি নামা সম্পাদন করেন।

ক্রায়োভা

দেশের দক্ষিণ পশ্চিম অংশে ক্রোয়েভা শহরে আমরা ১৯৯৮ সালে আমাদের তৃতীয় অথচ ক্ষুদ্র কেন্দ্রটি স্থাপন করতে সক্ষম হই। এর জন্য সিটি হলের সঙ্গে দীর্ঘতর সমঝোতা সংলাপ আবশ্যক হয়। কোপেন হেগেনস্থ আই আর সিটি সংস্থার প্রতিনিধিগণ আমাদের সঙ্গে বিভিন্ন সভায় যোগদানের ফলে আমাদের সমর্থনের মাত্রা (মিটিং গভর্ণমেন্ট) ও আমাদের কাজের উপর চাপ বৃদ্ধি পায়। পৌর প্রসাশক আমাদের স্থান প্রাপ্তির ব্যাপারে গৃহীত প্রচেষ্টার সহায়তাদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সংস্কার এবং নবরুপ দানের ফলে ক্লিনিকের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্থানটি সুন্দর অবয়ব লাভ করে। তিনটি মিউনিসিপ্যাল এলাকার মধ্যে এক হাজার বর্গমিটারের অধিক জায়গা নাম মাত্র ভাড়ায় আমাদের অধিকারে আসে। এই কেন্দ্র বিন্দুতে স্থাপিত অফিসের জায়গার বাজার মূল্য সহজেই বছরে এক লক্ষ ইউ,এস, ডলারের বেশি হয় ইহা তিনটি কেন্দ্রের বার্ষিক পরিচালনা ব্যায়ের এক তৃতীয়াংশ মাত্র।

মকদ্দমা ব্যয়ভার এবং মূল্য সামঞ্জস্য

আমাদের চলমান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ক্রমবর্ধমান রোগীকে বিনা মূল্যে স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং ঔষধ প্রদান করা। প্রাক্তন রাজবন্দীদের মধ্যে এই কেন্দ্রের অস্তিত্বের সংবাদ জড়িয়ে পড়ায় আমাদের সাক্ষাৎকার বহি সর্বদা পূর্ণ থাকে।
আমরা আশা করেছিলাম জনস্বাস্থ্য বিভাগের বাস্তব সহযোগীতা প্রাপ্তির। বিশেষ করে রোগ নির্ণয় ডায়গনোষ্টিক এবং থেরাপিউটিক চিকিৎসা সেবা যা আমরা রোগীদের প্রদান করতে পারিনি। ১৯৯২ সালে বসন্তকালে আমরা স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয় বরাবরে সরকারী ভাবে নিবন্ধন প্রাপ্তির জন্য আবেদন করি তা কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ নেতিবাচক উত্তর প্রদান করে। তখন আমরা গ্রহণ যোগ্য খরচে সহানুভুতিশীল সহকর্মী যারা পেশাগত সেবা প্রদানে ইচ্ছুক তাদের সঙ্গে জোট গঠন শুরু করি। আমরা বাইরের ল্যাবরেটরী (পরীক্ষাগার) এবং বিশেষ ব্যবস্থায় পরিচালিত ক্লিনিক যার মধ্যে জেরিয়্যাট্রিক নামের হাসপাতাল আছে এবং যারা রোগীদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চয়তা দান করতে সক্ষম তাদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করি। ঔষধের দাম এবং চিকিৎসা সেবা মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং রোগীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় আইকারের পক্ষে বাজেটের খাত ওয়ারী বরাদ্দের নিদারুন সমস্যার সৃষ্টি হয়। বিপ্লবের পরে প্রাক্তন রাজবন্দীদের আইনগত সুবিধা প্রদান করা হয় যে তারা জনস্বাস্থ্য ব্যবহার বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবা পাওয়ার অধিকারী সংরক্ষন করে। কিন্তু রোমানীয় স্বাস্থ্য পরিসেবা ব্যবস্থায় সীমিত সংখ্যাক রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদানের ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় রোগীদের চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের ক্ষমতা না থাকা সত্বেও পয়সার বিনিময়ে চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী সংস্থার উপর ক্রামান্বয়ে নির্ভরশীল হতে হয়।

আইকার সংস্থা কর্তৃক বিনামূল্যে রোগীদের উপযুক্ত দক্ষ চিকিৎসা দ্বারা স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র আর্ন্তজাতিক দাতা সংস্থার নিকট হতে প্রাপ্ত অনুদানের জন্য। আকর্ষনীয় বেতন অভিজ্ঞ পেশাদার কর্মচারীদের নিয়োগদান করা হয়। তাদের বিশেষভাবে বলা হয় রোগীদের নিকট হতে কখনও যেন অতিরিক্ত অর্থের দাবী করা না হয় বা গ্রহণ না করা হয়। যদিও প্রাক্তন রাজবন্দীদের জন্য বিনামূল্যে ঔষধ পাওয়ার বিধান আছে কিন্তু বাস্তবতা তারা তা পেতে সক্ষম নহে। ব্যক্তি

মালিকানা ঔষধের দোকান থেকে বিনা মূল্যে ঔষধ দিতে অস্বীকার করে। কারণ উচ্চমুদ্রা স্ফীতি এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ক্ষতি পুরনের বিলম্ব হওয়ায় তারা পূর্ণ মূল্য আদায় করতে পারে না। মুখ রক্ষা করার জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অধীনে কয়েকজন ডাক্তারকে সরকারী মালিকানায় পরিচালিত ঔষধের দোকান হতে কয়েকটি ঔষধ বিনা মূল্যে প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। এটা আশ্চার্যজনক নয় যে, অল্পদিনের মধ্যে এখানে রোগীর ভিড় হয় এবং এটা বন্ধ হয়। ক্রমবর্ধমান রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং অর্থ প্রাপ্তির অসুবিধার জন্য আইকার আর্থিক বরাদ্দ জনিত সমস্যায় পড়ে। আমরা আইনগত ভাবে যারা বিনা মূল্যে ঔষধ পাবার উপযুক্ত শুধুমাত্র সেই রোগীদের তালিকা তৈরি করি। আমরা আইনের অন্য একটি ধারা বলে রোগীদের পছন্দমত চিকিৎসক বেছে নেওয়ার অধিকার নিশ্চিত করি। আমাদের রোগীদের জন্য আইকার নির্ধারিত চিকিৎসক দ্বারা বিনামূল্যে ঔষধের ব্যবস্থাপত্র প্রদান সম্পর্কিত অনুরোধ পত্র স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় প্রাথমিকভাবে প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু নিরন্তর প্রয়াসের ফলে তারা কয়েকটি ক্ষেত্রে সুবিধা দানে রাজি হয়। প্রথম দফায় আমরা আইকার ফাউন্ডেশন নিয়োজিত চিকিৎসকের দ্বারা আংশিক ভর্তুকি প্রাপ্ত ঔষধ নিদিষ্ট সংখ্যাক ব্যক্তি ও ব্যবস্থাপত্র প্রতি একটা বাজেট বরাদ্দ দেয়। এতে আমাদের রোগী প্রতি ঔষধের খরচ কমে কিন্তু ক্রমবর্ধমান রোগীদের চাপে ঔষধের খরচ আমাদের নির্ধারিত বাজেট অতিক্রম করে।

১৯৯৭ সালে আমরা শহরের কয়েকজন সহানুভূতিশীল সিটি হসপিট্যাল পরিচালককে আমাদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে তাদের বোঝাতে সক্ষম হই। তারা বাজেটের মধ্যেই আমাদের চিকিৎসকদের দেওয়া ব্যবস্থাপত্রের ঔষধের মূল্য পরিশোধের অনুমতি প্রাপ্ত হয়। যেন ঐ চিকিৎসকগন হাসপাতালেরই নিয়মিত কর্মচারী। এতে বোখারেস্টে সমস্যার সমাধান হয় কিন্তু লাচাই ও ক্রেইভাতে হয় না। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধের ব্যবস্থাপত্র পাওয়ার অধিকারকে সংরক্ষন করার বিরাট সাফল্য লাভ করি। আমাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জনগণের আর্থিক সাহায্য দানের পরিমান জাতীয় স্বাস্থ্য বীমা প্রদত্ত বার্ষিক একশত শঞ্চাশ হাজার ইউ.এস. ডলার ছাড়িয়ে যায়, ইহা তিনটি কেন্দ্রের বার্ষিক পরিচালনা ব্যায়ের অর্ধেক মাত্র।

জাতীয় স্বাস্থ্য বীমা আইনের সঙ্গে সমঞ্জস্য বিধান

জনগনের জন্য সেবাদানের মাধ্যমে কাম্য ফল লাভের জন্য প্রচলিত আইন এবং প্রসাশনিক বিধির যুগোপযোগী পরিবর্তন অত্যাবশ্যক। এর জন্য আমাদের গৃহীত কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এমনকি সাংগাঠনিক কাঠামো পূণর্বিন্যাসের প্রয়োজন দেখা দেয়।

১৯৯৮ সালে রোমানীয় পার্লামেন্টে ভোটের মাধ্যমে জাতীয় স্বাস্থ্য বীমা নীতি পাশ হওয়ার ফলে পুরানো সমস্ত বিধি ব্যবস্থা পুণঃ বিবেচনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ পর্যন্ত আইকার তার রোগীদের বিনামূল্যে বিষেশায়িত ও সাধারণ চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করে। যে সমস্ত চিকিৎসক এই কেন্দ্রের পরামর্শ কক্ষে কর্মরত ছিলেন তাদের মাসিক বেতন প্রদান করা হয় এবং তারা প্রয়োজন বোধে রোগীদের চাহিদা অনুযায়ী ঔষধের ব্যবস্থা পত্র প্রদান এবং প্রয়োজন বোধে চিকিৎস্যার জন্য বিনা মূল্যে বাইরে বিশেষজ্ঞদের নিকট প্রেরন করেন। জাতীয় স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবসার পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও আমরা একই ধরনের পূর্ণ এবং অবৈতনিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান অব্যাহত রেখেছি।

নুতন আইন প্রবর্তনের ফলে সকল প্রকার পারিবারিক চিকিৎসক বীমা ব্যবস্থার আওতাধীন হন। আমাদের বিনামূল্যে ঔষধ প্রদানের ক্ষেত্রে দুটো ভিন্ন দলকে আইকারের তত্ত্বাবধানে সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় প্রথমতঃ সাধারণ চিকিৎসক যাদের নিকট আমাদের রোগীদের নাম নিবন্ধন করতে হয় দ্বিতীয়তঃ ১৯৯৮ সালের পূর্বে যারা স্ট্যাফ এর সদস্য হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে পেশাগত সমিতি এবং বিশেষজ্ঞ যারা সেবাদান কর্মে লিপ্ত ছিলেন। এখন রোগীরা তাদের নিজেদের যোগ্যতায় ব্যক্তিগত চিকিৎসকের নিকট নাম নিবন্ধনের ব্যবস্থা করেন। এই সমস্যা আইকারের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী সাময়িকভাবে সমাধান হয়। যাতে আইকারের পারিবারিক চিকিৎসকগন তাদের রোগীকে ছাড়পত্র এবং তাদের উত্তরাধীকারী যারা ফাউন্ডেশনে ছেড়ে যেতে ইচ্ছুক। আরও একটি অতিরিক্ত সমস্যা দেখা দেয় যখন জাতীয় স্বাস্থ্য বীমা কর্তৃপক্ষের স্থানীয় শাখা লক্ষ্য করে যে, আমাদের চিকিৎসকগন খুব দামী ঔষধের ব্যবস্থাপত্র দিচ্ছেন এবং পারিবারিক চিকিৎকদের গড় হারের চেয়ে উহার পরিমান বেশি। তারা আমাদের চিকিৎসকদের যে পরিমান ঔষধের ব্যবস্থাপত্র পদানের অনুমতি দেন তারা সবকিছুর উপর একটি মাসিক সিলিং নির্ধারণ করেন। আমাকে ব্যাখ্যাদান করতে হয় যে, এই বাহ্যতঃ মাত্রাতিরিক্ত ব্যবস্থাপত্র যা একটি সহজ পরিণতি হচ্ছে আইকারের চরম স্বাস্থ্য হীন এবং উচ্চ মাত্রার বয়সের রোগী নির্ধারনের আইকারের বিশেষ ব্যবস্থার সমন্বিতরুপ। যদি বোখারেষ্টে আইকারের এক হাজার রোগীকে ৫০ জন পারিবারিক চিকিৎসকের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয় তাহলে তারা একই মূল্যে সমপরিমান ঔষধ পাবে। কিন্তু এসব মিলিয়ে চিকিৎসকের রোগী সামান্য অংশ গঠন করে। এই বীমা সংস্থা এই চিকিৎসকদের দেওয়া অতিরিক্ত ব্যবস্থাপত্র দেখবে না। শুধুমাত্র বিলটি পরিশোধ করবে। আইকার কেন্দ্র সমূহ এখন আশানুরুপ চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করছে এবং কোন অতিরিক্ত বীমা প্রতিষ্ঠানের জন্য কোন অতিরিক্ত অর্থ বীমা প্রতিষ্ঠানকে দিতে হয় না। সৌভাগ্যত: আমি এই যুক্তির পক্ষে বীমা কোম্পানীদের বোঝাতে সক্ষম হই।

নুতন আইনের জন্য চাপ প্রয়োগ

কারণ এই সমাধান সমূহ পরিনামে শুভ ফল বয়ে আনবে না সে কারণে আমরা আইনের একটা সংশোধনী এনে আইকার কেন্দ্র সমূহে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের মত নিয়োজিত চিকিৎসকদের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা যায় সেজন্য। জাতীয় স্বাস্থ্য বীমা নীতির আওতায় আইকারের রোগীদের তখন সাধারণ এবং বিষেশায়িত চিকিংসা পাবার জন্য তাদের সেবা প্রদানকারী ফাউন্ডেশনকে বেছে নিতে পারবে। এ এফ ডি আর-এর সঙ্গে একত্রে আমরা বিদ্যমান স্বাস্থ্য বীমা আইনের সংশোধনীর জন্য অধিপরামর্শ শুরু করি, যা আমাদের রোগীদের জন্য পারিবারিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের অধিকার সংরক্ষন করতে পারে। আমরা ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে বোখারেস্টের জনস্বাস্থ্য বিভাগ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে এবং তাদের মাধ্যমে পার্লামেন্টে স্বাস্থ্য বিষয়ক কমিশনে গমনে সুযোগ পাই। যদিও আমরা সরাসরি আইনের খসড়া প্রণয়নের প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম না, এটা প্রসানিক সংশোধনী আনুষ্ঠানিক ভাবে ২০০৪ সালে রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য সচিবের মাধ্যমে আমাদের অব্যাহত চাপের কারণে পার্লামেন্টে উত্থাপিত হয়। বিদায়ী পার্লামেন্টে এই প্রস্তাবিত পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হতে সহায়তা করে। পরবর্তীকালে কম্যুনিষ্ট পরিচালিত ক্ষমতাসীন সরকার এই নীতির বাস্তবায়নের কথা প্রকাশ করতে অকারণ বিলম্ব করে। কিন্তু এই সংশোধনী বাতিলের প্রয়াস চালায় নাই।

মানবাধিকার লংঘনের শিকারদে জন্য ক্ষতি পুরনের অন্বেষায় ঃ

অত্যাচার বিরোধী জাতিসংঘের সনদ, (যে সনদে রোমানীয় একটি অনুস্বাক্ষরকারী দেশ) অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় পক্ষের বাধ্যবাধকতা এই যে, তারা শুধু অত্যাচারের শিকারদের শুধুমাত্র ক্ষতি পূরনই দিবেনা, যথাসম্ভব পরিপূর্ণ পূণর্বাসনের ব্যবস্থা করবে। আমাদের রোগীরা ইচ্ছাকৃত রোমানীয় সরকারকে বুঝিয়ে বিষেশায়িত চিকিৎসা সুবিধার খরচ সারাদেশের অত্যাচার ভোগীদের চিকিৎসা খরচ রোমানীয় সরকার পূণর্বহাল করে। অত্যাচারের শিকার হয়েও অদ্যাবধি যারা জীবিত তারা খুবই জটিল ধরনের রোগী। তাদের প্রয়োজন সর্বাত্মক চিকিৎসা যার ফলে তাদের শারীরিক, মনস্তাত্বিক এবং অত্যাচারের সামাজিক ফলাফল যার জন্য আত্মিক, আইনগত এবং আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন। চিকিৎসা শিক্ষায় এই অত্যাচার ভোগীদের চিকিৎসা ব্যবস্থা একটি নুতন অধ্যায় বিশেষ। বিশ বছর আগে ডেনমার্কে যখন অত্যাচার ভোগীদের চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। সেই থেকে সারা পৃথিবীর পূণর্বাসন কেন্দ্র সমূহ বিপুল অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের অবারিত সুযোগ লাভ করে। এই বিশেষ ধরনের জটিল রোগীর চিকিৎসার জন্য বাহ্যত: বিশ বছর খুব বেশি সময় নয়। যার ফলে বৃহত্তর চিকিৎসা পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের দাবিয়ে রাখার দৃষ্টিভঙ্গি। এই রুগীর জন্য যে বহুধা চিকিৎসা প্রয়োজন সে সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করা। বহু মাত্রিক নিয়মানুবর্তী দল সাধারণ চিকিৎসা কেন্দ্রে যে কাজ আদৌ করা সম্ভব নয় এবং রোগীদের চাহিদা পুরনের জন্য পুর্নবাসন কেন্দ্রে কর্মরত তারা শুধুমাত্র এই প্রচেষ্টার সঙ্গে নিয়োজিত। আমরা আরও সচেতন যে, রাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা দ্বারা এই জটিল সমন্বিত সেবা কর্মে সম্পূর্ণ সহায়তা দান করা সম্ভব নয়, সে কারনে আমরা আইনানুগ সহায়তা চাই এবং আবশ্যক বোধে বিদ্যমান আইনের সংশোধনী কামনা করি। চিকিৎসা ব্যবস্থা বহিঃর্ভূত দিক দিয়ে মানবাধিকার লংঘনের শিকারের ক্ষতি পূরন আইনগত প্রতি বিধান এবং পুনুরুদ্ধার ও নৈতিক পুনর্বাসন রোমানীয় আইন এবং রাজনৈতিক ঐতিহ্যের অংশ বিশেষ। পরিশেষে চরম মানবাধিকার লংঘনকারীদের বিচারের ক্ষেত্রে রোমানীয়দের একটি দায়বদ্ধতা আছে। কোর্টকে বোঝান যাতে সুবিচার নিশ্চিত হয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের অবলম্বিত কৌশল এবং পদ্ধতির স্বাভাবিক সম্প্রসারনেরই নামান্তর।

আলোচনা এবং বিশ্লেষন:

যে বিষয় গুলো আমাদের অনুকূলে:

আমাদের সফলতা যথবদ্ধভাবে বন্ধীদের চারিচিত্র বৈশিষ্ট ও আইকার এর সুনিদিষ্ট গুণাবলীর দ্বারা প্রভাবন্বিত

- ১৯৮৯-১৯৯০ সালের বসন্ত কালে আপেক্ষিক ভাবে তরলায়িত রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগে সৃষ্ট জানালা দিয়ে সদ্য প্রতিষ্ঠিত প্রাক্তন রাজনৈতিক বন্দীদের জাতীয় সংগঠন এএফডিপিআর-এর নির্বাচিত মুখপাত্র তাদের পক্ষে কার্যকর পন্থায় কাজ করার সুযোগ পান।
- এএফডিপিআর-এর শর্তহীন পৃষ্ট পোষকতায় আমাদের প্রচেষ্টার প্রতি উৎসাহ এবং সমর্থনে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পর্দ্দার অন্তরালে অবাঞ্চিত চাপ পরিলক্ষিত হয় এবং একজন সহানুভুতিশীল ব্যক্তি এই পদ্ধতির অসংখ্য অবস্থায় উপকারী বিবেচিত হতে পারেন।
- এই লক্ষিত জনগোষ্ঠীর প্রতি গণ সহানুভুতির অভাব থাকা সত্বেও সম্পূর্ণ খোলাখুলিভাবে কর্মকান্ড পরিচালনায় আইকারের দক্ষতা।
- প্রাথমিকভাবে কিছু অসুবিধার পর আইকার সংশ্লিষ্ট পর্যায়ের সরকার এবং দপ্তর সমূহ এবং পেশাগত গ্রুপ এবং ব্যক্তির মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনে আইকারের দক্ষতা।

- আইকারের প্রতি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ডেনমার্ক এর নিকট হতে আইকারের প্রতি আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রদান। আমরা সুইজারল্যান্ডের পার্কার ফ্যামিলির উদার অনুদান, বরাদ্দের জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই এবং কাছা পার্কার বোখারেস্টে আমাদের কেন্দ্রে অব্যাহত সহযোগিতা দানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।

আইকার কর্মীদের দক্ষতা এবং যোগ্যতা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ। আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্মীদের বিনামূল্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রাপ্তির সুযোগ যা তারা উপযুক্ত মনে করেন। রাজনৈতিক নীপিড়নের সময় জনগণের হারিয়ে যাওয়া বিশ্বাস আমাদের রোগীদের প্রতি তাদের আশানুরূপ সেবা জ্ঞানের জন্য আমাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পুনুরুদ্ধার হয়েছে।

- এখানে বৃহত্তর পরিষদের বিষয়গুলো অনুকুল সহায়তা দান করেছে।
- সাধারণ জনগন এমনকি প্রাক্তন কম্যুনিষ্টদের মধ্যে বিদ্যমান রাজনৈতিক সদিচ্ছা, যা পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে রোমানিয়ার সংহতিকে তরান্বিত করেছে মানবাধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে ইউরোপীয় মান বজায় রেখে উহা সম্পন্ন করা। রোমানীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠককালে আমরা প্রায়শই উদহারন দিয়েছি যে, কেমন করে অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের স্থানীয় এবং জাতীয় কর্তৃপক্ষ জাতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্গে, সম্পর্ক বজায় রেখে পূর্ণবাসন কেন্দ্রের কর্মকান্ড সম্পন্ন করে।
- রোমানীয়র আইন সভা বহু মাত্রিক এবং ব্যাখ্য দানের জন্য উন্মুক্ত। এর বাস্তবায়নে কোন খাত এবং প্রশাসনিক স্তরের সঙ্গে সমন্বয় ব্যবস্থা নাই। এই সঙ্গতিহীনতা আমাদের অনেক সুযোগ এনে দেয়। এক প্রতিষ্ঠানের নিকট যা গ্রহন যোগ্য তা অন্য প্রতিষ্ঠানের নিকট গ্রহনযোগ্য নয়। যদিও সেখানে প্রাক্তন রাজনৈতিক বন্দীদের দুর্গতি মোচননের জন্য কোন বড় রকমের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি নাই। যতদিন আমরা সাধারণ ভাবে কাজকর্ম করেছি ততদিন আমাদের কাজ কর্মের খোলাখুলি সমালোচনায় অনিহা দেখা গেছে।
- প্রাক্তন রাজবন্দীদের অধিকার সম্পর্কীত (১১৮/১৯৯০) আমাদের প্রচেষ্টা আইনগত ভিত্তি রচিত করে।
- যদিও পর্দার অন্তরালে থেকে গোপন পুলিশ বাহিনীর সব কিছু নিয়ন্ত্রন করে তারা আমাদের সম্পর্কে অনেকটা উদাসীন থেকেছে এবং আমাদের কর্মকান্ডে অন্তর্ঘাত মূলক কোন ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেনি।
- ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রথম একজন অ-কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রপতি, এমিল কনট্যাটিনেসকু নির্বাচিত হন এবং সরকারের পরিবর্তন ঘটে। এটা আমাদের অনেক সুযোগ এবং আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক হয়। প্রাক্তন রাজনৈতিক বন্দীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদের আপোষহীন সংগ্রামের জন্য জনমনে তাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা বোধ এবং সহায়তা দানের সদিচ্ছার প্রকাশ ঘটেছে। এমনকি এই সরকারের রাষ্ট্রপতির দপ্তর হতে কোন প্রাক্তন রাজবন্দীদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য কোন উল্লেখযোগ্য প্রয়াশ চালানো হয়নি অথবা আমাদের রোগীদের অত্যাচারকারীদের বিরুদ্ধে কোন বিচার কার্য সম্পাদন করা হয়নি।

আমাদের যে বিষয়গুলো আমাদের প্রচেষ্টাকে জটিল করেছে

১৯৮৯ সালের পর রোমানীয় সমাজ বাহ্যিকভাবে পূর্ণগঠিত একটি কম্যুনিষ্ট সমাজ বই আর কিছু নয়। ৫০ বছরের নিরব এবং দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া আচরন এবং সেখানে পরিবর্তনের অনেক প্রতিরোধ হয়েছে, কিন্তু রোমানীয় জনগন স্বাধীনতার কোন উদ্যোগ এবং কর্মকান্ডকে স্বাগত জানায়নি। অধিকাংশ লোক পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সংরক্ষন করে। তাদের মধ্যে অবিশ্বাস ছিল চরম, শুধু প্রাক্তন বন্দীদের মধ্যে নয় বরঞ্চ সমাজের সর্বত্র। সরকার এবং সুশীল সমাজের মধ্যে সম্পর্কের মেরুকরন ঘটে। প্রাক্তন বন্ধীরা সাধারণ জনগন অথবা রাজনৈতিক উত্তরাধিকারদের কাছ থেকে কোন প্রকার সহানূভূতি পায়না।

ক্ষতিপুরন ঃ

রোমনীয় সমাজে প্রাক্তন অত্যাচারীদের বিচারের ব্যবস্থা বা ক্ষতি গ্রস্থদের ক্ষতিপুরনের কোন আগ্রহ প্রদর্শন করেন নাই এবং অতীত অপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়ায় অকারণ দীর্ঘ সুত্রতা বিচার প্রার্থীদের চরমভাবে হতাশ করেছে। তিমিওয়ারায় নারকীয় হত্যা যজ্ঞের দশ বছর পর নিরস্ত্র বেসামরিক প্রতিবাদ সমাবেশের উপর তাজা গুলি ব্যবহার করার আদেশ দানকারী দু'জন সামরিক জেনারেলের বিচারে কারাদন্ড হয়। এই বিচারের রায় প্রদান করে তারা শাস্তি এড়িয়ে বিদেশে পাড়ি জমায়।

বিগত সরকারের গোপন পুলিশ বাহিনীর ব্যক্তিগত ফাইল খোলার ব্যাপারে এএফডিপিআর এর সভাপতি সিনেটর টিস্যুভুমিট্রেসকু দশ বছর ধরে পার্লামেন্টে যুদ্ধ করেন। অধিকাংশ পার্লামেন্ট সদস্য খুব চতুরতার আশ্রয় গ্রহণ করে তার উদ্যেগের অকারন বিলম্ব ঘটিয়ে তাকে হতাশ করার প্রয়াস পান। যা অবশেষে সিদ্ধান্ত হয় যে যিনি ভবিষ্যতে সংসদ সদস্য প্রার্থী হবেন তার যাবতীয় কর্মকান্ডের সঙ্গে গোপন পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে কিনা তা যাচাই করা হবে। অবশেষে এটা আশ্চর্যের নয় যে, অনেক গোপন পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের ফাইল হারিয়ে যায়। কিন্তু এবিষয়টির জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য গঠিত কমিটি

কর্তৃপক্ষের সঙ্গের প্রতিদফা কাগজ নিয়ে লড়াই করতে হয় এবং নির্বাচনের পরে ছাড়া এ সম্পর্কীত প্রতিবেদন পেশ করতে তারা অক্ষমতা প্রকাশ করে।

২০০০ সালের নভেম্বর মাসে নির্বাচনে প্রাক্তন কম্যুনিষ্ট পার্টি রাষ্ট্রপতির পদে পুর্ণবহাল হয় এবং পার্লামেন্টে কার্যকর সংখ্যা গরিষ্ঠতা রাভ করেন। সৌভাগ্যতঃ তারা তাদের শাসনের ধরন অনেকটা পাল্টায় এবং তাদের ইচ্ছায় ন্যাটো এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নে প্রবেশ করে। আমাদের ক্লাইন্টদের প্রয়োজনের প্রতি সর্বাত্মক সদুত্তোর দানের অংশ হিসেবে ক্ষতি পূরণ আদায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নতুন উপাদান যুক্ত হয়।

ন্যায় বিচারের প্রশ্ন থেকে পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক পূণর্বাসনের বিষয়টিকে আলাদা ভাবে দেখা যায় না। এই কাজে আমাদের প্রয়োজন যত্ন সহকারে কৌশল নির্ধারন। সংস্কারের জন্য যে কোন চাপকে প্রতিহত করার পন্থা অবগত হয়ে সময় অর্থ প্রত্যয় সবই এই ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য অত্যাবশ্যক।

এক্ষেত্রে লন্ডন ভিত্তিক বিড্রেস্ট ট্রাস্ট নামে আমরা সম্প্রতি অভিজ্ঞ সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে একটি প্রকল্প প্রনয়নের প্রস্তুতি গ্রহণ করছি। এই অংশীদার ভিত্তিক প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য রোমানীয়ার মানবাধিকার মান উন্নয়ন এবং আইনের শাসন প্রবর্তনের মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার, বিশেষ করে নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতা, শিকার অশোভন আচরন এবং শাস্তি দানকারী মানবাধিকার লংঘনকারীকে ন্যায় বিচারের আওতায় এনে নির্যাতন ভোগীদের ক্ষতিপূরন প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

সাংগঠনিক বিষয়াদি আমাদের ভীতি উত্তরন

আমরা প্রত্যেকেই অবগত আছি যে, এই নতুন শক্তির বিরুদ্ধে এই কার্যক্রম চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় যা আমাদের পেশাগত কর্মকান্ডকে ক্ষতি সাধন করতে পারে। আমাদের পরিবার এবং বন্ধুদের মধ্যে রাজনৈতিক নিপীড়ন দেখে ভুক্তভোগীদের সাহায্য করার মনোভাব পোষন করে। তখন প্রত্যেকেই এই কর্মী হওয়ার ঝুঁকি গ্রহণ করে এবং চাপের ভয়ে এটা করতে কেউ বাকি থাকে না। আমরা আমাদের ঐ লক্ষিত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আমরা শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তুলি এবং প্রত্যেকেই অনুভব করে যে, এই নির্যাতন ভোগীদের সেবা করা পূর্ণ আবেগ নির্ভর পেশাগত কর্ম যার সঙ্গে আমরা সম্পৃক্ত।

ঐক্য এবং গতিবেগ ঃ

আইকার ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রত্যেক কর্মীকে প্রতিটি মিটিং এ হাজিরা এবং প্রত্যেকেই সমস্যার সমাধানের কারণ অনুসন্ধানে ব্যপৃত করে রাখে। এমনকি যখন আমরা সাময়িক ভাবে কর্মীদের পূর্ণ বেতন দানে অক্ষম ছিলাম তখন প্রায় প্রত্যেকেই হ্রাসকৃত বেতন গ্রহণে সম্মত ছিল।

নির্যাতনভোগী উত্তরজীবি'র সঙ্গে কাজ করতে যেয়ে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয় যে, দুঃখ জনক অভিজ্ঞতা যা নির্যাতন ভোগকারীর নিকট হতে সেবা প্রদানকারীর উপর বর্তায়। এটা অপর দিকে কর্মচারীদের মধ্যে বাহ্যত ঃ অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে সংঘাতের সৃষ্টি করে অথবা একটা বিচ্ছিন্ন পক্ষ যুদ্ধং দেহি উপদলে বিভক্ত হয়। আইকার ফাউন্ডেশন এ ধরনের অনেক পরিস্থিতি অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ কিন্তু তারা ঐ সকল বিষয়ে দক্ষতার সঙ্গে মোকাবেলা করেছে কিন্তু তাদের উদ্যোগে শিথিলতা আনয়ন করেনি। আমাদের বেঁচে থাকতে হলে বিভিন্ন ধরনের সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে হবে এবং এই কর্মকান্ডে কর্মচারীদের মেজাজের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর বিষয়টি প্রাধান্য পায়। বিনা মূল্যে ঔষধ পাওয়ার জন্য যে ব্যবস্থা আমাদের সহায়তা করে তা উদহারন স্বরুপ অনেক জটিল বলে মনে হয়। অনেক সময় বিপুল পরিমান ঔষধের মূল্য নিয়ে একজন রোগীর ক্রয় ক্ষমতার বিষয়টি বা দীর্ঘদিনের জন্য ঔষধ খাবার ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়। প্রায়ই সকল ক্ষেত্রে ঔষধের মূল্য নির্বিশেষে আমরা সবাইকে সর্বোচ্চ চিকিৎসা সেবা প্রদান করি।

চ্যালেঞ্জ প্রদান এবং সরকারী অনুমোদন ঃ

আমাদের অর্থ ব্যবস্থাপনা সরকারী কর্মকর্তাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ প্রদান করতে ভীরুতা প্রকাশ পায় না। একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে অর্থ মন্ত্রণালয় আমাদের ভ্যাট ফেরত প্রদানে অস্বীকৃতি জানায় যা, একটি মানবতাবাদী সংগঠন হিসেবে আমাদের পরিশোধ করার কথা নহে। আইকার সমস্ত আইনগত শর্ত যথাযথ ভাবে পুরন করা সত্ত্বেও আমাদের পাওনা পরিশোধে বাৎসরাধিক কাল বিলম্ব করে। বিষয়টি মন্ত্রণালয়ে গোচরীভূত করায় ভয় দেখালে আমাদের টাকা পরিশোধ করে দেয়। অন্য একটি ঘটনার আইকার ফাউন্ডেশনকে স্থানীয় প্রশাসন অযৌক্তিক কর ধার্য্য করে বিষয়টি আমরা আদালতে জানাই। এই ধরনের কাজ ফাউন্ডেশনের মর্যাদা বাড়ায় এবং এর পুনরাবৃত্তি ঘটেনি।

ফলাফল ঃ

স্থানীয় উৎস হতে আমরা বেশ পরিমান অর্থ জোগাড় করতে সমর্থ হয়। এই অর্থ দ্বারা আমরা রুমানিয়ার তিনটি শহরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রাজবন্দীদের উন্নত মানের চিকিৎসা সেবা প্রদান অব্যাহত রাখতে সমর্থ হই। কেন্দ্র সমূহে লক্ষিত জনগোষ্ঠির সম্পদকে একাকীত্ব হতে উত্তরন ঘটিয়ে তাদের প্রাপ্য উপযুক্ত মর্যাদা প্রদানের মাধ্যমে সামজিক ভাবে পূণর্বসিত করা হয়। একজন ইউরোপীয় ইউনিয়নের মূল্যায়নকারীর নিকট প্রকাশ করেন যে, আমার জরুরী চিকিৎসা প্রয়োজন না হওয়া সত্ত্বেও আমি প্রায়শই এখানে করেন আমি এটা এমন একটা জায়গা যেখানে নিশ্চিত ভাবে সাদর সম্ভাষন লাভ করি, অত্যাচারী ভোগীদের জন্য জাতিসংঘ স্বেচ্ছাসেবী তহবিল ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নের উপর এখনও আমাদের কার্যাবলী বহুলাংশে নির্ভরশীল। যৌথ ভাবে প্রাক্কলিত অর্থ যা তেমানীর শহর কতৃপক্ষ আমাদের উপর ন্যাস্ত করেছেন এবং রুমানীয় স্বাস্থ্য বীমা ব্যবস্থা হতে ঔষধের শুন্য পরিশোধের জন্য প্রদত্ত মূলধনের পরিমান ২৫০,০০০ ইউ এস ডলার ঘদ্দারা রুজায়েট, লাসাই ও ক্রোয়েভার তিনটি কেন্দ্র পরিচালনা ব্যয়ের ৪৫% শতাংশ নির্বাহ হয়। ১০ বছরের পিছনে রেখে আসা কার্যক্রম মূল্যায়ন করে দেখেছি আমরা প্রত্যাশায় চেয়ে অনেক বেশী সফলতা অর্জন করেছি।

কৌশলের বাস্তব প্রয়োগ ঃ

নির্দিষ্ট সংখ্যক জনগনের সেবা দানের জন্য রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে বোঝাবার চেষ্টা করায় ক্ষেত্র এই অভিজ্ঞতার খুবই শিক্ষামূলক ভূমিকা আছে। যদিও আমাদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের প্রেক্ষিত দক্ষ অভিজ্ঞতা জানা যায়, এ ধরনের অনেক ক্ষেত্র আছে যে রাষ্ট্রের উপর চাপ প্রয়োগ বা সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা ও আইন সেবা বিষয়ে ইতিবাচক ফল লাভ করা যায়। সুবিধা বঞ্চিতদলের মধ্যে বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য সম্ভবতঃ এই ধরনের কৌশলগত পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। প্রথম থেকেই নির্দ্ধারিত গ্রুপের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষনের জন্য এ কর্মকান্ডের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের জনগনের সহানুভূতি কামনার জন্য প্রচেষ্টা চালানো জরুরী।

কুষ্ঠ রোগী, মানসিক প্রতিবন্ধী এবং অতি সাম্প্রতিক কালের এইচ, আইভি,এইডস আক্রান্ত রোগীদের প্রতি ঘৃণা ও গন প্রত্যাখান থাকে। একবার জনগণের সহানুভূতি পাওয়ার ব্যবস্থা হলে এই দল জন স্বাস্থ্য ও মানসিক চিকিৎসা ব্যবস্থা কর্মসূচী হতে উপকার লাভ করতে সক্ষম হবে। যা জনগণের সংগৃহীত তহবিল দ্বারা পরিচালিত।

পুর্বতন রাজবন্ধীদের ক্ষেত্রে মূলতঃ সংস্কার বিহীন একটা সমাজে জনগনের নিকট হতে সহানুভূতি কামনায় বিষয়টি একান্তই অসম্ভব। অনেক ব্যক্তি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঐ সময় বন্ধীদের দুঃখ মোচনের মাধ্যমে অতীত ঘটনা বিস্মৃত হবার ইচ্ছা পোষন করেন।

এমনকি যারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের চিত্র সামন্যতম প্রত্যক্ষ করেছেন তারা অনুমান করতে পারেন কত সহজভাবে ভুক্তভোগী জনগন তাদের নিয়ে এসেছে। অথবা তাদের ঘটনার মধ্যে আনা হয়েছে। এই রুপে আমাদের ঐ সমস্ত পরিবারের উপর নির্ভর করতে হয়েছে যাদের সমস্যা সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। অপর ক্ষেত্রে দুটো পরই উন্মুক্ত একটা প্রচারণা ব্যাপক ভিত্তিক রাজনৈতিক সমর্থন এবং জনগনের সহানুভূতি আদায়ে সক্ষম হতে পারে অপর পক্ষে সরাসরি ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন বা অনানুষ্ঠানিক পন্থায় ব্যবস্থার মধ্যে থেকে ব্যক্তি সহযোগিদের সমর্থন আদায় করা যায়।

আমাদের অভিজ্ঞতার বারবার এই তাগিদ দেয় যে, এই কৌশলের সফলতা সমর্থন এবং সরকারী প্রভাব লাভের জন্য ব্যবহার করা সম্ভব এবং নিবিড়ভাবে আমাদের লক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ও সাংগঠনিক অবস্থায় সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করা দরকার রোমানীয় অত্যাচার ভোগীদের মধ্যে জীবিতদের জন্য জনসম্পদ সংগ্রহে আমাদের কার্যক্রমকে বিদ্যমান পরিস্থিতি কিভাবে সহায়তা দান করছে বা আমাদের ক্রমোন্নতি বাধাগ্রস্থ করছে তা ক্রমাগত গবেষণা, মূল্যায়ন, সমন্বয় ও সংগতিবিধানের মাধ্যমে জানা দরকার। চলমান প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে নবতর প্রেক্ষিতে আমাদের কৌশল প্রয়োগের বিষয় গভীর ভাবে অবলোকন করা আবশ্যক।

যখন পরিবর্তিত নতুন প্রেক্ষিতে এই কৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে তখন চলমান প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে সে সব ক্ষেত্রে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রক্ষা করা অতিব জরুরী। নূতন মাত্রায় সম্পদ বৃদ্ধির জন্য সময় নিয়ে কোন সম্পদ সহজে পাওয়া সম্ভব বা তা বাড়ানো যেতে পারে এসম্পর্কে গবেষণা থাকা প্রয়োজন। যে সম্পদ সেই স্থানে বৃদ্ধমান বা পাওয়া যায় তার যথাযথ মূল্যায়ন অবশ্যক। এই ভাবে আপনি সুন্দর ভাবে কার্য আরম্ভ করতে পারেন। যা সম্পর্কোন্নয়ন এবং সহযোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কোন পন্থায় ব্যবহার করতে হবে যা আইনগত সমর্থন লাভের জন্য উপযুক্ত তাও জানা যাবে।

নূতন জোট গঠন, সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে খাপ খাওয়ানো যায় এমন ভাবে সমন্বয় সাধান করা প্রয়োজন। জনগণের পক্ষহতে যার ফলে আপনি নিদৃষ্ট ইস্যুর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা পেতে পারেন। সকল ক্ষেত্রে আপনার সংগঠনের প্রতিটি

কার্যের প্রতি সর্তক দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যে সকল জনগণের জন্য আপনার সেবা কর্ম উম্মুক্ত তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব আপনি ভালভাবে জানেন। অত্যাচারীত ও ঝুকিপূর্ণ যে কোন বিষয়ে কাজ করতে হলে সংগঠনের অভ্যন্তরীন গতির প্রতি খেয়ার রাখতে হবে। যত্ন সহকাওে ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে এই গতিময়তা সম্যখ বাধা বিপত্তির সৃষ্টি করতে পারে। সংগঠনের জন্য সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিশ্বাস যোগ্যতা ও সুনাম বিশেষভাবে বিবেচিত হয়।

এই কৌশলের সুষ্ঠ প্রয়োগের জন্য নিম্ন লিখিত প্রশ্ন আপনাকে মূল্যবান সহায়তা করতে পারে।

* আপনার লক্ষিত জনগোষ্ঠী কি আইনগত বা স্বাভাবিক ভাবে উপযুক্ত আপনি যে ধরনের সেবা প্রদান করতে চান তা গ্রহণের জন্য?

* আপনার লক্ষিত জনগোষ্ঠী কি তাদের চাহিদা অনুযায়ী স্বাস্থ সেবা পেয়ে থাকেন, আপনি কি সেবার মান উন্নয়ের জন্য নিজ দায়িত্বে সেবা প্রদানকারী সংগঠন গড়ে তুলতে চান?

  যদি তার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয় তবে জাতীয় নীতি গ্রহণের জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করা যাবে। রোমানিয়ার অত্যাচার ভোগী উত্তরজীবিদের মতো যদি অবস্থা দাঁড়ায় যে, তারা সেবা গ্রহণে অস্বীকৃত তখন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে এই শূণ্যতা পূরণ করতে হবে। এবং রাষ্ট্রকে এব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহায়তা দানের জন্য বোঝাতে হবে।

* আপনি আর্থিক ও মানব চাহিদা কিভাবে মিটাতে চান? আপনার সেবা গ্রহণকারীগণ কি কোন আর্থিক সহায়তা করতে আগ্রহী? আপনি কি অর্থের যোগানদাতা খুঁজতে চান? আপনি কি এই কাজ করতে সক্ষম? আপনি কি পর্যাপ্ত সেবা প্রদানে সক্ষম? আপনি কি লক্ষিত জনগোষ্ঠীর আস্থা এবং আনুগত্য লাভের জন্য সংগতিপূর্ণতা ও আত্ম ত্যাগের প্রতিশ্রুতি প্রদান করতে পারেন? আপনি যখন রাষ্ট্রকে এই দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালনের জন্য বলবেন সেক্ষেত্রে কি প্রয়োজনীয় আর্ন্তজাতিক ও ব্যক্তিগত সমার্থন পেতে সক্ষম যা কিনা আপনার প্রয়াস কে স্থায়ীত্ব দান করবে?

* আপনার চাহিদা পূরণে রাষ্ট্র কিভাবে পালন করবে? সেখানে কি কোন জড়তা, অসংগতি সম্যক প্রতিরোধ আসবে? প্রতিটি ক্ষেত্রে সফল কাম হতে গেলে আপনি কি এই প্রাথমিক অবস্থা বিশ্লেষন করতে সক্ষম?

* আপনি যে সেবা কর্ম প্রাপ্তির প্রত্যাশা করেন সেজন্য আপনার রাষ্ট্র যন্তের মধ্যে যেমন প্রশাসনে, মন্ত্রালয়ে কি কোন মিত্র আছে, যারা এসব কিছু সুচারু রূপে সম্পাদন করতে পারে? আপনার কি কোন যোগাযোগ আছে যার মাধ্যমে এই জোটের বিস্তৃতি ঘটানো যায়?

* রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে আপনার কি কোন বন্ধু আছে? প্রশাসনে প্রভাব খাটানোর মতো যোগ্য লোক কি আছে, যারা প্রয়োজনের মূহুর্তে এগিয়ে আসবে?

* আপনার কর্ম প্রচেষ্টায় কি কোন আইনগত কৌশল নির্ধারণ আবশ্যক? আইনি সংশোধনীর মাধ্যমে কি রাষ্ট্রীয় সহায়তা পাওয়া সম্ভব?

  আপনি নিচের যে কোন গৃহত কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারেন।

* লক্ষিত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সংহতি ও আস্থার ভাব প্রতিষ্ঠিত করুন। আপনার নিজের যোগ্যতা, দক্ষতা এবং জনগোষ্ঠীর চাহিদা নিরূপণ করে সেবা প্রদানের জন্য আপনার অভীষ্ট লক্ষ্য নির্ধারিত করুন।

* প্রয়োজন বোধে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে অগ্রাধিকার তালিকায় বর্ণিত চাহিদা পূরণের জন্য কাজ শুরু করুন।

* রাষ্ট্রের প্রশাসন যন্ত্র ও রাজনৈতিক দলের মধ্যে মিত্রের সন্ধান শুরু করুন।

* আপনার দাবী সমর্থনে আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার ও মানবতাবাদী আইন কানুন সমূহ চিহ্নিত করুন। বিভিন্ন গ্রুপের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আপনার চাহিদা পূরণ হয় এমন আইনগত কাঠামো খুঁজতে হবে। যার ফলে একটা সামাঞ্জস্যপূর্ণ, সমন্বিত কর্মসূচীর আওতায়া আসতে সবাই আগ্রহী হয়। বিদ্যমান আইনের বা আইন প্রণয়ের প্রস্তুতি আছে এমন সব বিষয় বিশেষ বিশেষ দলের চাহিদা পূরনের জন্য যেন প্রশাসনিক সহানুভুতিশীল কর্মকর্তাগণ দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

* রাজনৈতিক পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পট ধারণা গড়ে তুলুন। যাতে আপনার মনোযোগ চাপ প্রয়োগ বা সহযোগীর জন্য অনুসন্ধান কর্মের ফলপ্রসু উপস্থাপনা সম্ভবপর হয়। কখনও বিস্মৃত হবে না যে, আপনার লক্ষিত উপকার ভোগী ও নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের ভিত্তিতে রাজনৈতিক শক্তিতে রূপ নিতে পারে। একই উদ্দেশ্যে কাজ করছে এমন দলের যারা ইতিমধ্যে আমাদের মতো দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমন কাজে রত।

* আপনি যদি মনে করেন আপনার লক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য সহানুভূতিপূর্ণ সক্রিয় সহায়তা যুক্ত গণসচেতনা মূলক কর্মসূচী আবশ্যক তাহলে সহানুভূতিশীল সাংবাদিকদের সহায়তা করতে পারেন। আপনার কর্ম প্রায়াসকে অন্যায় ঘোষনা দিয়ে

যদি কেউ কোন অকারণ শত্রুতা বা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করতে চায় তখন আয়কার সংবাদসেবী সহযোগীদের যোগ্য ভূমিকা পালনের মাধ্যমে তাদের প্রতি প্রয়োজনীয় চাপ প্রয়োগ বা আত্ম রক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

উপসংহার

প্রত্যেক সমাজে সকল সময় কতিপয় সাহসী অতিমাত্র আবেগ প্রবণ, দুর্ধর্ষ প্রকৃতির লোক থাকেন যারা স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে কথা বলতে চান। পূর্ণ নীরবতা পালনকারী কোন সিভিল সোসাইটি অস্থিত্ব কল্পনা করা যায় না। কিন্তু কাঙ্কিত ফল লাভের জন্য কোন উপযুক্ত পদ্ধতি নাই যার মাধ্যমে জনগণের নীরবতা ভঙ্গ হবে বা কর্মোদ্যম সৃষ্টি হবে। সকল সম্ভব্য পন্থা গ্রহণের বা বাস্তাবায়নের সুযোগ নিশেষ হবার পূর্বেই উপযুক্ত কৌশল অবলম্বন করুন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা সরাসরি কোন দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাবার জন্য সম্ভব্য আইনসংগত যুক্তি উপস্থাপনের প্রয়োজনীতা অনুভব করি। তাদের নিজেদের অবলম্বিত পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা তাদের আঘাত করতে চাই। নিরুৎসাহিত জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে ক্রম পরিবর্তনশীল অবস্থার সংঙ্গে সংগতিপূর্ণ নতুন সমাধান পন্থা উদ্ভাবন পূর্বক আমরা কৌশল প্রয়োগে সহায়তা করতে চাই। অনেক সময় রাজনৈতিক গতির সঙ্গে তাল মেলাতে না পারায় পরিকল্পনা প্রণয়ন অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমি অনেক সময় লক্ষ্যে পৌছানো সিদ্ধান্তে একটু ভীত হয়ে পড়ি। কেননা আমরা এমন সময় কাজ করছি সেখানে কল্পনা প্রসূত ব্যাখ প্রদান ছাড়া উপযুক্ত আইনি কাঠামো অনুপস্থিত।

আমি বিশ্বাস করি আমাদের কৌশল প্রয়োগ সফল হয়েছে কেননা আমাদের হতোবাক করার মতো কোন নজীর নাই। যেমন সংগঠনের স্বচ্ছতা ছিলনা তা স্বত্বেও দৃঢ়ভাবে সরকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়ত যোগাযোগ রক্ষা করেছি। আমাকে যদি সেখানে সব কিছু করতে তবে এত পরিবর্তন সম্ভব হতো না। আমাদের প্রত্যাশা বাস্তবে রূপদানের জন্য যদিও আনেক ধয্য ও সময় লেগেছে তবুও প্রাক্তন রাজনৈতিক বন্ধুদের সাহায্যার্থে সকল ব্যক্তিগত সম্পদ সংগ্রহে ক্ষেত্রে এক মূহুর্তেও জন্য প্রাপ্ত কোন সুযোগ হাত ছাড়া করিনি।